ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 Augest, 2023 ■ আগরতলা ২ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চন্দ্রনাথ থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথকে ডাবল ট্রেকে রূপান্তরিত করার বিষয়ে

এনএফ রেলওয়ের প্রতিনিধির সাথে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। হাফলং এলাকার চন্দ্রনাথ থেকে আগরতলা হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম পর্যন্ত ২৪৩ কিলোমিটার রেলপথকে ডাবল ট্র্যাকে রূপান্তরিত করার প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ ২০২৪ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) সুনীল কুমার ঝা''র নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন।

ওই বৈঠকে প্রতিনিধি দলের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে রেল পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ঝা জানান, রাজ্যের সিঙ্গল লাইন রেল-ট্র্যাককে ডাবল লাইন ট্র্যাকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হাফলং এলাকার চন্দ্রনাথ থেকে আগরতলা হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম পর্যন্ত ২৪৩ কিলোমিটার রেলপথকে ডাবল ট্র্যাকে রূপান্তরিত করার প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ ২০২৪ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগরতলা রেল স্টেশনকে বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর ও ঢাকা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত সংযোগ স্থাপনের জন্য আগরতলা আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পটির কাজ অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি জানান, চলতি অর্থ বছরের অক্টোবর মাসের মধ্যে এই রেল সংযোগের কাজ শেষ করা হবে। তাছাড়া আগরতলা-ধর্মনগর রুটে অতিরিক্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো সহ লোক্যাল ডেমু ট্রেনগুলিতে কোচের সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে রাজ্য

সরকারের প্রস্তাবটি রেল কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবে বলে জেনারেল ম্যানেজার শ্রীঝা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। তিনি জানান, আগরতলা -মুম্বাই, আগরতলা -জম্মু ও আগরতলা - পুরী এক্সপ্রেস ট্রেন চালুসহ আগরতলা গৌহাটি ইন্টারসিটি ট্রেন পরিসেবা চালুর বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

বৈঠকে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার জানান, বদরপুর থেকে সাম পর্যন্ত রেল ট্র্যাকটিকে ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণ করা হবে। ৪১.৭৫ কিমি দীর্ঘ পেঁচারথল-কৈলাশহর-ধর্মনগর, ১৭৮.৭২ কিমি দীর্ঘ ধর্মনগর থেকে বিলোনীয়া, এবং ২.৯২ কিমি দীর্ঘ বিলোনীয়া থেকে ফেনী পর্যন্ত তিনটি বিকল্প রেল সংযোগ নির্মাণের প্রস্তাবটি রেল বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। রেল আধিকারিকগণ বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন।

বৈঠকে জেনারেল ম্যানেজার জানান, আগরতলা রেল স্টেশনটিকে আন্তর্জাতিকমানের রেল স্টেশনে উন্নীত করার জন্য রেল দপ্তর ২৩৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার ডিপিআর তৈরী করে রেল বোর্ডের নিকট ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছে। রাজ্যে ২৩টি রেলওয়ে ওভারব্রীজের মধ্যে ১২টির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় জায়গারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। অবশিষ্ট ১১টি ওভারব্রীজ নির্মাণের জন্য কাজের বরাদ্দ অতি শীঘ্রই দেওয়া হবে। সারুমে রেল ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ এবং বাকী কাজ ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে শেষ করা হবে বলে আলোচনায় রেল প্রতিনিধিগণ মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় রাজ্যের তিনটি রেল স্টেশনকে উন্নীতকরণ ও আধুনিকীকরণের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানানো হয়। এই প্রকল্পে ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুর মাতাবাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতারকের ফাঁদে, অর্থ খোয়ালের ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ আগষ্ট।। সোমবার সকালে মতাই বাজারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মনিময় দত্তের কাছে মতাই বি ও পি থেকে একটি ফোন আসে ক্যাম্পের জওয়ান পরিচয় দিয়ে, ফোন করে সে জানায় তার জন্য চারটি বিমানের টিকিট কাটার জন্য। সাথে বলা হয়েছে টাকাটা যেন মতাই বি ও পি ক্যাম্প থেকে এসে উনি নিয়ে যান, এই ফোন কল এর উপর বিশ্বাস করে ব্যবসায়ী মনিময় দত্ত চারটি বিমানের টিকিট কাটে। যাদের নামে টিকিট কাঁটা হয়েছে সেই ব্যক্তিরা হলেন মোঃ ইসরার, বীরেন্দর শিং,অজয় যাদব,আদিত্য রাজ। টিকিট আগরতলা থেকে কলকাতা।

যার মোট মূল্য ২৪ হাজার ৮০০ টাকা,কিছুক্ষন পরে সেই ব্যক্তি আবার ফোন করে অনুরোধ করে বলেন তার একাউন্টে কিছু টাকা অন লাইনে ট্রান্সফার করে দেওয়ার জন্য। অনুরোধ অনুসারে ব্যবসায়ী মনিময় দত্ত ভুয়ো বি এস এফ পরিচিত সঞ্জিত হালদারের অ্যাকাউন্টে মোট ৯১হাজার টাকা ব্যাংকের একাউন্টে ট্রান্সফার করে। যে ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার করা হল সেই ব্যাংকের নাম হলো এন এস ডি এল, যার একাউন্ট নম্বর হল -৫০২০০১০৭৫৯১৭, ব্যাংকের আই এফ এস সি নম্বর -এনএসপিবি ০০০০০০২।এই অ্যাকাউন্টে চার টি ট্রানজেনশন করে টাকা দেওয়া হয়। এইদিকে কিছুক্ষন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। ডেঙ্গু প্রতিরোধে এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করতে আজ কাঠালিয়া ব্লকের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক কর্মশালা। এতে উপস্থিত ছিলেন কাঠালিয়া ব্লক এলাকার ২৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলের প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। তারা সচেতন হয়ে এলাকার মানুষকে যেন সচেতন করে সেই লক্ষেই আয়োজিত হয়েছে এই কর্মশালা। কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার অরুণজিৎ রায় কর্মশালায় প্রশিক্ষন দিতে গিয়ে বলেছেন সচেতনতাই ভাইরাস গঠিত যেকোন রোগ প্রতিহত করার একমাত্র উপায়। করোনার সময়ও সচেতনতার নজির রেখেছেন ভারতবাসী। তাই এতো বিপুল জনসংখ্যায়র দেশ হয়েও অন্য উন্নত দেশের তুলানমায় ভারতের মৃত্যু হারা কম ছিল করোনায়। আর বর্তমান ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে জ্বর এলেই এলাকার সাধারণ মানুষকে রক্ত পরীক্ষা ও চিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আবেদন রাখেন তিনি। ঘরোয়া পদ্ধতিতে মশা তাড়ানো ও মশার লার্ভা নিধনে বেশ কয়েকটি পরামর্শ রেখেছেন তিনি।

শান্তিরবাজারে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ আগস্ট।। শান্তিরবাজার লাউগাং এলাকায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন এক যুবক। মৃত যুবকের নাম জয়ন্ত দেবনাথ। তাঁর বয়স ১৮ বছর। তাঁর পরিবার মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে খবর দেয় শান্তির বাজার থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর সুষ্ঠু তদন্ত হবে বলে আশা ব্যক্ত করে পুলিশ। তবে পুলিশ জানায় আত্মহত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি।

টিসিএ সদস্যদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। এবার ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দুই গোষ্ঠীকে উচ্চ আদালতে স্বশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাই কোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। বেলা সাড়ে ১২ টায় তাঁদের আদালতে হাজির থাকতে বলা হয়েছে।

টিসিএ-র সেক্রেটারি তাপস ঘোষ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট তিমির চন্দ বিভিন্ন অভিযোগ এনে উচ্চ আদালতে মামলা করেছিলেন। মূলত তাদের অভিযোগ ছিল, গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে তাদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়াও এমবিবি স্টেডিয়ামের এল-ই-ডি ফ্ল্যাড লাইট নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তার সঠিক তদন্ত করার জন্য। পরবর্তীতে আইনি ভাবে সবকিছু বিচার করে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানানো হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষের আইনজীবী শঙ্কর লোধ জানিয়েছেন, উচ্চ আদালত প্রত্যেকটি বিষয় বিবেচনা করে আদেশ দিয়েছেন আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার টিসিএ -র প্রত্যেক সদস্য অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি সহ সকলেই উপস্থিত থাকেন। বুধবার দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী

সিদ্ধান্ত নেবে উচ্চ আদালত।

উল্লেখ্য, টিসিএ-র বিবাদের জেরে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যে তোলপাড় অবস্থা ক্রীড়া মহলে। টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছিল সেক্রেটারির বিরুদ্ধে। তাদের অফিসে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। আক্রান্ত হন প্রাক্তন ক্রিকেটার তিমির চন্দ। তারপরেই জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। এবার শেষ পর্যন্ত বুধবার কি রায় দেন আদালত তার দিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য। তবে এই রায়ের ফলে রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে পুনরায় শান্তি ফিরে আসতে পারে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

নিয়োগের ক্ষেত্রে পি.আর.টি.সি কার্যকর করার দাবিতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজ্যের সব কটি দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পি.আর.টি.সি কার্যকর হচ্ছে না। ফলে, বহিঃরাজ্যের যুবকরা রাজ্যে এসে বাকা পথে পি.আর.টি.সি বের করার সুযোগ পাচ্ছেন। এমনটাই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে প্রদেশ যুব কংগ্রেস, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস, এন এস ইউ আই এবং প্রদেশ কংগ্রেস যৌথভাবে এক প্রতিবাদ কর্মসূচি সংঘটিত করেছে। তাঁরা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শ্রম দপ্তরের অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত মোদী

পুণে, ১ আগস্ট (হি.স.): লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের পুণে-তে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমার কাছে এটি অত্যন্ত স্মরণীয় মুহূর্ত। লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কার পাওয়া আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এই পুরস্কারটি ১৪০ কোটি দেশবাসীকে উৎসর্গ করছি। এই পুরস্কারের সঙ্গে আমাকে দেওয়া অর্থও আমি গঙ্গাজীকে (নমামি গঙ্গে) উৎসর্গ করছি।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতায় লোকমান্য তিলকের ভূমিকা, তাঁর অবদানকে কয়েকটি ঘটনা ও শব্দে তুলে ধরা যায় না।' তাঁর কথায়, 'ব্রিটিশরা এমন একটা ধারণা তৈরি করেছিল যে ভারতের বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসগুলি পশ্চাদপদতার প্রতীক। কিন্তু তিলকজি এটাও ভুল প্রমাণ করেছেন। তাই ভারতের মানুষ তিলককে শুধু লোকমান্যতাই দেয়নি, তাকে লোকমান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে জিএসটি সংগ্রহ ৭৮ কোটি

নয়াদিল্লি, ০১ আগস্ট, ২০২৩, পিআইবি।। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে মোট জিএসটি রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ১,৬৫,১০৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে সিজিএসটি হল ২৯,৭৭৩ কোটি টাকা, এসজিএসটি ৩৭,৬২৩ কোটি টাকা, আইজিএসটি ৮৫,৯৩০ কোটি টাকা (পণ্য আমদানিতে সংগৃহীত ৪১,২৩৯ কোটি টাকা সহ) এবং সেস ১১,৭৭৯ কোটি টাকা (পণ্য আমদানিতে সংগৃহীত ৮৪০ কোটি টাকা সহ)। এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা থেকে জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে ৭৮ কোটি টাকা। গতবছরের তুলনায় বৃদ্ধি হয়েছে ২৩ কোটি টাকা।

সরকার আইজিএসটি থেকে সিজিএসটিকে ৩৯,৭৮৫ কোটি টাকা এবং এসজিএসটিকে ৩৩,১৮৮ কোটি টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। নিয়মিত অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার পরে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সিজিএসটি বাবদ ৬৯, ৫৫৮ কোটি টাকা এবং এসজিএসটির জন্য ৭০,৮১১ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের জুলাই মাসের রাজস্ব গত বছরের একই মাসে সংগৃহীত জিএসটি রাজস্বের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি। এ মাসে অভ্যন্তরীণ লেনদেন (সেবা আমদানিসহ) থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি হয়েছে। এটি পঞ্চমবারের মতো মোট জিএসটি সংগ্রহ ১.৬০ লক্ষ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে ত্রিপুরাতে মোট জিএসটি সংগ্রহ হয়েছিল ৬৩ কোটি টাকা। একবছরের ব্যবধানে ২০২৩ সালে জুলাই মাসে ত্রিপুরা থেকে মোট জিএসটি সংগৃহিত হয়েছে ৭৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই এক বছর সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩ কোটি টাকা। জুলাই''২০২৩ সালে এসজিএসটি অংশের পরিমাণ হিসেবে ত্রিপুরাকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪০ কোটি টাকা এবং আইজিএসটির অংশ হিসেবে ত্রিপুরাকে পরিশোধ করা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা পেয়েছে মোট ১২৫ কোটি টাকা।

কৈলাসহর বিমানবন্দর চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ঃ পরিবহনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। কৈলাসহর বিমানবন্দরকে পুনরায় সংস্কার করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর সার্কিট হাউজের কনফারেন্স হলে আয়োজিত বৈঠকে একথা বলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাছাড়া এদিন তিনি পর্যটনস্থল ঊনকোটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এদিন সুশান্ত বলেন, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক সারা দেশে যে সমস্ত বিমানবন্দরে বর্তমানে পরিষেবা নেই, সেগুলির মানোন্নয়ন ঘটিয়ে পরিষেবা পুনরায় চালু করতে উড়ান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচিতে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিমান যোগাযোগ পরিষেবার প্রসার ঘটানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

তাঁর কথায়, রাজ্যের সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয় নিয়ে বরাবরই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণে যুগান্তকারী বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যবাসী আজ তার সুফল ভোগ করছে।

এদিন শ্রী চৌধুরী আশা ব্যক্ত করে বলেন, কৈলাসহরের বিমান বন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে পুরাতন বিমানবন্দর সংস্কার করে বিমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে রড দিয়ে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে রড দিয়ে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। জিরানিয়া থানাধীন ভদ্রমিস্ত্রী পাড়ায় ওই ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সাথে খুনের মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

দুষ্কৃতী হামলায় খুন হয়েছেন অজিত দেববর্মা এনআইটি আগরতলায় কর্মরত ছিলেন। তার স্ত্রী রীতা দেববর্মা। তাদের দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ভোররাতে বাড়িতে ঢুকে এনআইটিতে কর্মরত অজিত দেববর্মাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। স্ত্রীর সামনেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর পরই জিরানিয়া থানায় খবর পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায়। ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানান, তারা রাত ১২ নাগাদ খবর পান জিরানিয়ার ভদ্র মিস্ত্রী পাড়ায় এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। এটি একটি হত্যাকান্ড বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ফরেন্সিক কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। তবে এখনো পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের আসল কারণ জানা যায়নি। অভিযুক্তদের সন্ধানে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৯০ ▫ ২ আগস্ট ২০২৩ইং ▫ ১৬ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মহাজোটকে চরম ধাক্কা !

ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশেই দাঁড়াইলেন বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েক। শুধু বিজেপি-র পি আর বিজেডি-র ডি-এর মধ্যে ফারাকটাই রইয়া গেল। দিল্লি পরিষেবা বিলে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকেই সমর্থন করিলেন নবীন। আপের জন্য তো বটেই বিরোধী মহাজোটের কাছেও এটা বড়ো ধাক্কা।অন্ধ্রপ্রদেশের জগনমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস ইতিমধ্যে দিল্লি পরিষেবা বিলে কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে সমর্থ জানাইয়াছে। তাহাদের লোকসভায় ২২ জন আর রাজ্যসভায় ৯ জন সাংসদ রহিয়াছে। এইবার ওড়িশার বিজেডি-রও সমর্থন পাইয়া গেলেন নরেন্দ্র মোদী। এর ফলে আম আদমি পার্টি দিল্লি পরিষেবা বিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি বিশাল ধাক্কা খাইল।

মহারাষ্ট্রে এনসিপিতে বিভাজন ঘটাইলেন যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গেই এক মঞ্চ শেয়ার করিলেন দলের সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। বিরোধী মঞ্চ ''ইন্ডিয়া''র অন্যতম নেতা সবার বারণ না শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে উপস্থিত থাকা নিয়যয়া মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে শুরু হইয়াছে বিস্তর জল্পনা।জল্পনা শুরু হইয়াছে জাতীয় ক্ষেত্রেও। বিশেষ করিয়া বিরোধী মঞ্চ ইন্ডিয়ার জন্য তাহা অস্বস্তিকর। ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এমনকী এনসিপি দলের অনেকেই তাঁহাকে এই মঞ্চে শামিল হইলে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা শোনেননি ''ইন্ডিয়া''র অন্যতম প্রধান ও বরিষ্ঠ নেতা শরদ পাওয়ার। এদিন প্রধামন্ত্রীর উপস্থিতিতে মহারাষ্ট্রে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, তাঁহার দুই ডেপুটি বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিস ও এনসিপির বিদ্রোহী নেতা অজিত পাওয়ার। তাঁহাদের সঙ্গে মঞ্চে দেখা গেল এনসিপির প্রধান শরদ পাওয়ারকেও। সাত বছর পর তিনি মোদীর সঙ্গে একমঞ্চে হাজির

হইলেন।২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন বিরোধীরা জোট বাধিয়াছেন, সবাই একত্রিত হইয়া গড়ে তুলিয়াছেন জোটের মঞ্চ ইন্ডিয়া, তখন শরদ পাওয়ারের মতো বর্ষীয়ান নেতা শরদ পাওয়া ক্ষমতাসীন বিজেপি ও জোট শরিকদের সঙ্গে একাসনে উপস্থিত থাকিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার পরস্পরকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভরাইয়া দিলেন।এখন প্রশ্ন হইল বিরোধী মঞ্চের অন্যতম প্রধান নেতা শরদ পাওয়ার কেন মহারাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁহার মিত্রশক্তিদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করিয়া নিলেন। বিরোধী অন্যান্য দলের তরফে যখন এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ এড়াইয়া যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, তখন কেন তিনি মঞ্চ শেয়ার করিয়া বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন?এর ফলে বিরোধীদের একতা অনেকাংশে ধাক্কা খাইবে বলিয়াই মনে করিতেছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এদিন পুণের ওই সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঞ্চে উঠিয়াই এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ারকে দেখিয়া, তাঁহার কাছে চলিয়া যান। উভয়ে করমর্দন করেন। কথা বলেন। তাহার পর হাস্যমুখে শরদ পাওয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীর পিঠ চাপড়াইয়া দেন। মুখে হাসি লাগিয়াছিল প্রধানমন্ত্রীরও।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ২৬টি দল মিলিত হইয়া ইন্ডিয়া নামে এক মঞ্চ তৈরি করিয়াছে। ইতিমধ্যে দুটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয় বৈঠক হওয়ার কথা মহারাষ্ট্রে। তাহার আয়োজনের দায়িত্বে রহিয়াছে শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে ও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের।তাহার আগে শরদ পাওয়ারকে নিজেদের ''মঞ্চে'' টানিয়া মাস্টারস্ট্রোক দিল বিজেপি এবং শিবসেনা ও এনসিপির বিদ্রোহী শিবির। লোকমান্য তিলক স্মারক মন্দির ট্রাস্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শরদ পাওয়ার।

গোয়ালপাড়ায় জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত স্বামীর হাতে খুন সহধর্মিণী

গোয়ালপাড়া (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : অসমে আবারও সংগঠিত হয়েছে লোমহর্ষক এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরে এসে সহধর্মিণীকে নৃশংসভাবে খুন করেছেন স্বামী। নিজের পত্নীকে খুন করে আত্মহত্যার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ঘাতক-স্বামী। ইতিমধ্যে দুই সন্তানের জননী, পত্নীহন্তা ইউসুফ আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনা গোয়ালপাড়া জেলার ধূপধরার শিমলাবাড়িতে সংঘটিত হয়েছে। দুই সন্তানের মা জয়নপ বেগমকে খুন করার কিছুক্ষণ পর মৃতার বাপের বাড়ির মানুষ এসে হাজির হন ইউসুফের বাসায়। ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার পর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

অভিযোগ, ইউসুফ আলি তার পত্নীকে খুন করে আত্মহত্যার রূপ দিতে যখন চেষ্টা করছিল তখন ঘরের দরজা ভেঙে জয়নপের বাপের বাড়ির লোকজন ঢুকে ঘটনাটি হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাঁরা খবর দেন ধূপধরা থানায়।

খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশের দল। তাঁরা প্রথমে পত্নী-হন্তা ইউসুফ আলিকে আটক করেন। এর পর নিহত জয়নপের মৃতদেহের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন গোয়ালপাড়া সিভিল হাসপাতালে।

নিহত জয়নপ বেগমের বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, খুনি ইউসুফ আলিয়ে জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝাগড়ার সৃষ্টি হয়। জুয়া খেলে বহু টাকা খোয়ানো ছাড়াও নিজের বাইক বন্ধকে রেখে এসেছিল সে। ঝগড়া এক সময় চরমে উঠলে ইউসুফ প্রথমে তার স্ত্রী জয়নপকে মারধর করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। স্বামীর হাতে মার খেয়ে ঘটনাটি মোবাইল ফোনে তার বাবার বাড়িতে জানান জয়নপ। ইত্যবসরে ইউসুফ ফের ঘরে এসে তার স্ত্রীকে খুন করে।

প্রায় প্রতিদিনই জুয়ায় হেরে ঘরে এসে স্ত্রী জয়নপের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত ইউসুফ।

বাইকের সঙ্গে স্কুল বাসের সংঘর্ষে মৃত ১, গুরুতর আহত ২

শিবপুরী, ১ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের শিবপুরে মঙ্গলবার সকালে একটি স্কুল বাসের সঙ্গে বাইকে ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনায় এক নাবালকের মৃত্যু হয়, অপর দুই যুবক গুরুতর আহত হয় বলে জানা গিয়েছে। তিনজন বাইক আরোহী বাঁকড়ের হনুমান মন্দির দর্শন করতে যাচ্ছিলেন, তখনই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত বাস চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ দেহাত থানা এলাকার লুধাবলিতে ঘটনাটি ঘটে। বাইকে আরোহী তিনজন গুনা-বাইপাস হনুমান মন্দির দর্শন করতে যাচ্ছিল। লুধাবাড়ি এলাকায় গৌশালা রোডের কাছে আইটিআই থেকে আসা স্কুল বাসের বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসের কাঁচ ভেঙে যায় এবং সামনের কাঁচও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘটনায় গুরুতর আহত মাতাদিন রজক(১৮), দান সিং যাদব(৩০), লালু ওঝা(১৫)। বাইক আরোহীরা ফতেপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে গোলু ওঝার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দেহাত থানার পুলিশ। সৌভাগ্যক্রমে বাসের শিশুরা আহত হয়নি। বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর বাসের চালক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত চালকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

ভারতের মিসাইলম্যান

অসীম সুর চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় ৯১ বছর আগে ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর ছোট্ট শহর রামেশ্বরমে জন্মেছিলেন একজন দেশভক্ত প্রতিভাবনা বিজ্ঞানী যিনি কিনা ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কয়েক যুগ এগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন ভারতের 'মিসাইলম্যান' নামে খ্যাত ডক্টার এ পি জে আব্দুল কালাম। তাঁর বাবা জয়নুল আবেদিন পেশায় ছিলেন নৌকাচালক আর মা আশিয়াম্মা গৃহবধূ। মোট চার বাইবোনের মধ্যে কালাম ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আয়ের তুলনায় পরিবারের সদস্য সংখ্যায় বেশি। তাই সংসারে টানাটানি লেগেই থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কালামের বাবা চাইতেন তাঁর ছেলেরা শিক্ষিত হোক।

খুব ছোটবেলায় কালামকে 'রামেশ্বরম এলিমেন্টারি স্কুল' এ ভর্তি করা হল। সেখানে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল রামনাথ শাস্ত্রী। রামনাথ ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, যাঁর বাবা রামেশ্বরমের বিখ্যাত শিবমন্দিরের প্রধান পুরোহিত। আর কালাম মাথায় টুপি পরা গোঁড়া মুসলমান পরিবারের ছেলে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছিল না। এইভাবে রাম ও কালাম সবসময়ে ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে পাশাপাশি বসত এবং টিফিন ও ভাগাভাগি করে খেত। এই ভাবে ভালই চলছিল। কিন্তু একদিন একটা অঘটন ঘটল।

কালাম তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন ক্লাসে এক নতুন শিক্ষকের আগমন ঘটল। বেশ রাগী এবং হাতে বেত নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। তারনজর পড়ল প্রথম সারিতে বসা রাম আর কালামের ওপর। রামের কপালে গোঁড়া ব্রহ্মণদের মতো চন্দনের প্রলেপ ও মাথায় টিকি আর কালামের মাথায় সাদা মুসলমানি টুপি। সেই নতুন শিক্ষক কালামকে উদ্দেশ বেশ রাগতস্বরে বললেন, 'তোমার সাহস হয় কী করে এক ব্রাহ্মণ ছেলের পাশে বসার। শীঘ একদম ল্যাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছিল। সেইদিন বাড়ি গিয়ে কালাম ও রাম তাদের বাবাকে বস কথা জানাল। পরদিন ভোরবেলা রামনাথের বাবার কাছে কালামের ডাক পড়ল। কালাম তো ভয়ে ভয়ে সেখানে পৌঁছল। রামের বাবা না আবার বকাঝকা করে। কিন্তু গিয়ে এক প্রস্থ চমকাবার পালা। সেই নতুন শিক্ষক আগে থেকেই সেখানে হাজির। রামের বাবা বেশ কঠিন গলা সেই শিক্ষককে বললেন, 'কাল যা ঘটেছে, তার জন্য আপনাকে কালামের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।' কালাম তো অবাক। প্রধান পুরোহিত আরও বললেন, 'ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব বাচ্চাই সমান। সবাই যাতে মিলেমিশে থাকে সেটাই আপনার দেখা উচিত ছিল। এই স্কুলের শিক্ষকতা আপনাকে ছাড়তে হবে'। বিখ্যাত মন্দিরের পুরোহিত হওয়ার জন্য এলাকার মানুষ রামের বাবাকে সমীহ করে চলত। সেই নতুন শিক্ষক নিজের ভুল বুঝতে পেলে ক্ষমা চাইলেন আর কালামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাম ও কালামের বন্ধুত্ব সারাজীবন অটুট ছিল।

ছোটবেলা থেকেই গণিতের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। ঘন্টার পর ঘণ্টা অঙ্ক নিয়ে ডুবে থাকতেন। কিন্তু এদিকে আবার অর্থের টানাটানি। তাই বালক কালামকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র বিক্রেতার কাজ করতে হচ্ছিল। তবে এতে কালামের পড়ার নেশা আরো বেড়ে গিয়েছিল। বিক্রি করার মাঝে মাঝে সব কটা সংবাদপত্র সে পেড় ফেলত। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ভর্তি হলেন রামনাথপুরম স্কোয়ার্টজ স্কুলে। এখানে পড়ার অর্থ জোগাড় করতে কালামের মা-বাবাকে প্রচুর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার করতে হয়েছে। এই স্কুল থেকে পাশ করার পর তিনি ভর্তি হন তিরুচিরাপল্লীর সেন্ট জোসেফস কলেজে। ১৯৫৪ সালে এখান থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের স্নাতক হন। কিন্তু কালামের লক্ষ্য ছিল অন্য। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল প্লেনকে ঘিরে। গ্রামের ঝিলের পাশে বসে সারস, বক ইত্যাদি পাখির ওড়ার পর্যবেক্ষণ করত আর আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখত। তাই ইচ্ছে ছিল প্লেনের পাইলট হবেন না নকশা বানাবেন। এই স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে তাকে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে হবে। তখন দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি কলেজ ছিল মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এম আই টি)। কালাম দিনরাত এক করে গভীর অধ্যয়ন শুরু করল। ফলস্বরূপ ১৯৫৫ সালে স্কলারিশপ সমতে এম আই টি-তে ভর্তি হওয়ার ছাড়পত্র আদায় করে নিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার শেষে দিক গ্রুপ প্রজেক্ট করতে হয়। কালাম ও তার চার সহপাঠীর ভাগ্যে পড়েছিল এক ফাইটার জেড প্লেনের নকশা তৈরি করার কাজ। প্রোজেস্ট যখন প্রায় শেষ, সেই সময় তাদের প্রফেসর সেটা পরীক্ষা করতে এলেন। কিন্তু তিনি মোটেই খুশি হলেন না। কালামকে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমার এই প্রজেক্ট আমাকে নিরাশ করেছে। আমি তোমার কাছ থেকে অনেক বেশি ভালো আশা করেছিলাম'।

কালাম তখন নিজের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপক তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ। তিনি নতুন প্রজেক্টের জন্য মাত্র তিনদিন সময় দিলেন। আর এও বললেন যে যদি ওই নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রজেক্ট জমা না পড়ে তাহলে কালামের স্কলাশিপ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যে কাজ শেষ করতে প্রায় এক মাস সময় লাগে সেটা তিনদিনে কীভাবে সম্পূর্ণ করা যাবে? কালামের তখন মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা। জপপানি বন্ধ হয়ে গেলে তাকে মাঝপথেই পড়া ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু কালাম হার মানতে নারাজ। দিনরাত এক করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কালাম একটা নতুন নকশা তৈরি করল। প্রফেসর প্রজেক্ট দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। কালামের পিঠ চাপড়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি মাত্র তিনদিন এই প্রজেক্ট করার জন্য খুবই কম সময়। কিন্তু তোমার কাজটা এত চমৎকার হয়েছে যা আমার ধারণার বাইরে।' ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভের পর কালামের কাছে দু'জায়গা থেকে ইন্টারভিউয়ের ডাক আসে। একাট বিমানবাহিনীর পাইলট ও আর একটি প্রতিরক্ষা বিভাগের বিজ্ঞানী। ছোটবেলা থেকেই কালামের স্বপ্ন ছিল আকাশে ওড়ার। তাই দেরাদুনে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের অফিসে ইন্টারভিউ দিতে পৌঁছল। ২৫ জন চাকুরিপ্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৮ জনকে মনোনীত করা হল। আর কালামের র‍্যাঙ্ক কত ছিল জানেন? ঠিক তার পরেই, নমব। মাত্র একজনের জন্য তার পাইলট হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হল না। কালাম সেই সময় একটু হতাশ হয়েছিলেন কিন্তু ভারতবাসীর কাছে এটা 'শাপে বর' হয়েছিল। তার মতো প্রতিভাধন বিজ্ঞানীকে সারাজীবন পাইলট হয়ে থাকতে হত। ১৯৬০ সালে তিনি 'ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডি আর ডি ও) তে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীর একটা ছোট হেলিকপ্টার ডিজাইন করে তার পেশায় হাতেখড়ি হয়। ১৯৬২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. বিক্রম সারাভাইয়ের নেতৃত্বে 'ভারতীয় জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটি (INCOSPAR) তৈরি হয়। কালামও এই কমিটির একজন সদস্য ছিল বানানো তো দূরের কথা, কোনও রকেটকে ভারতের মাটি থেকে তখনও পর্যন্ত উৎপেক্ষপণই করা হয়নি। ওই কমিটি প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের প্রজেক্ট হাতে নিল। কালাম ও তার সহযোগীদের হাতে এর দায়িত্ব ন্যস্ত হল।

রকেট ছাড়ার জন্য যে উৎক্ষেপণ কেন্দ্র দরকার তখন তাও ছিল না। কেরলের সমুদ্রে কিনারে 'থুম্বা' গ্রামকে বাছা হল। সেখানে কোনও পরিকাঠামোই ছিল না। একটা চার্চের মধ্যে 'ওয়ার্কশপ' বানানো হয়েছিল আর বিশপের ঘরটা হয়েছিল অফিস। আমেরিকা থেকে 'নাইক অ্যাপাচে' সাইডিং রকেটের যন্ত্রাংশগুলো নিয়ে এসে এখানে জোড়া হচ্ছিল। একটাই মাত্র মোটরগাড়ি ছিল সেটা বেশিরভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকত। চার্চ থেকে উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পর্যন্ত যন্ত্রাংশগুলো প্রায়ই সময়ে নিয়ে যাওয়া হত গরুর গাড়ি বা সাইকেলে চাপিয়ে। এমনকী এতগুলো মানুষ যে এখানে দিনরাত কাজ করছে তাদের জন্য কোনও ক্যান্টিনের ব্যবস্থা ছিল না। কালাম ও তার সহযোগীদের প্রতিদিন সাইকেলে চেপে তিরুবনন্তপুরম রেল স্টেশনে যেতে হত আহার করতে। এইভাবে ছ'মাস পরিশ্রমের পর রকেট উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত হল। ১৯৬৩ সালের ২১ শে নভেম্বর ভারতের মহাকাশ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দিন। ওইদিন ভারতের 'রথম সফল রকেট উৎক্ষেপণের সময় থুম্বাতে অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতের পরমাণু গবেষণার জনক ড. হোমি ভাবা। ১৯৬৯ সালে ১৫ আগস্ট জন্ম নিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) । শুরু থেকেই ইসরোর লক্ষ্য ছিল মহাকাশ গবেষণায় ভারতকে স্বাবলম্বী হতে হবে। আব্দুল কালামকে ইসরোতে বদলি করে আনা হল। তখন আমাদের না ছিল কোনও কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) বা না ছিল কোনও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী যান (স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল সংক্ষেপে (এস এল ভি)। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন ইসরোর চেয়ারম্যান প্রক্ষেসর সতীশ ধাওয়ান কালামকে ডেকে পাঠালেন। তিনি কালামকে বললেন, " আমাদের একটা নিজস্ব এসএলভি বানাতে হবে যা সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে আমরা মহাকাশে পাঠাতে পারব।" কালাম সানন্দে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেলেন। কালামকে ডাইরেক্টর করে এই প্রোজেক্টের নামকরণ করা হল এস এলভি-৩। হাজারের বেশি ইঞ্জিনিয়ার আর দশ হাজারের বেশি ওয়ার্কার কাজ করতে লাগল। ছ'বছর ধরে চলল এই কর্মযজ্ঞ। ঠিক হল ১৯৭৯ সালের ১০ আগস্ট। এস এল ভি ৩ এর সাহায্যে রোহিনী উপগ্রহ মহাকাশে পাড়ি দেবে। কিন্তু ওড়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওই উৎক্ষেপণকারী যান বঙ্গোপোসাগরের ভেঙে পড়ে। এতে বছরের খাটুনি, দেশের এত টাকা সবই জলে গেল। বিজ্ঞানীরা ব্যথিত ও হতাশ হয়ে পড়লেন। বিষণ্ণ কালামও বেশ কয়েকটা বিনিদ্র রজনী কাটালেন। দেশের কিছু সংবাদপত্র সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিল। এই প্রোজেক্টের দলপতি ছিলেন বলেই কালামকেই নিশানা করা হয়েছিল। ঠিক তখনই এঘিয়ে এলেন প্রফেশর সতীশ ধাওয়ান। কালামকে পাশে বসিয়ে একটা সাবাদিক সম্মেলন করে তিনি বললেন, "এটা একটা জটিল মিশন ছিল। এটা ব্যর্থ হওয়ার পুরো দায় আমার কোথায় আমাদের ত্রুটি ছিল তা আমরা দেখব। আমি আপনাদের কথা দিইচ্ছ এক বছরে মধ্যে আমাদের মিশন সফল হবে"। প্রফেসর ধাওয়ানের এই কথাগুলো কালামকে প্রচণ্ডভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একজন আদর্শ দলপতিরকী করা উচিত, সেই শিক্ষাটা সে ধাওয়ানজির থেকেই লাভ করেছিল। প্রায় এক বছরের মাথায় ১৮ জুলাই ১৯৮০ তারিখে সারা দেশ তাকিয়ে ছিল ইসরোর উপগ্রহ উৎপেক্ষণ যান এস এলভি ৩ এর দিকে। এর সাহায্যে রোহিনী আর এস-১ নামে এক কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে স্থাপন করা হবে। এবার কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে এস এল ভি-৩ রওনা দিয়ে রোহিনীকে সফলভাবে মহাকাশে প্রতিস্থাপন করে দিল। এর ফলে ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানে সেইসব গুটিকয় দেশের মধ্যে জায়গা করে নিলে যারা একই সঙ্গে নিজস্ব উৎক্ষেপণ যান ও কৃত্রিম উপগ্রহ বানিয়ে সফলতা পেয়েছে। কালামের কাছে এই দিনটা সবচেয়ে সুখের দিন ছিল। এসএলভি-৩ এর এই সফলাতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি একটা পার্টির আয়োজন করবেন বলে ঠিক করলেন। সেখানে কিছু বিশিষ্ট সাংসদদের সঙ্গে প্রফেসর ধাওয়ান ও কালামকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অতি সাধারণ জীবনযাপন করা কালাম তো বেশ ঘাবড়ে গেল। সে তখন ধাওয়ানকে বলল, 'স্যার, আমার কাছে না আছে স্যুট, না আছে বুট।' তখন প্রফেসর বলেছিলেন, 'কালম, তুমি প্রথম থেকেই সফলতার স্যুট পরিধান করে আছো। ওই অনুষ্ঠানে তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে'।

ওই অনুষ্ঠানে শ্রীমতি গান্ধি কালামের সঙ্গে তৎকালীন বিরোধী নেতা অটলবিহারি বাজপেয়ীর পরিচয় করিয়ে দেন। বাজপেয়ী তখন হাত মেলানোর বদলে কালামকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সেই সময় রসিকতার খোঁচা মেরে শ্রীমতি গান্ধি প্রাক্তন ওই জনসংঘ নেতাকে বলেছিলেন, 'অটলজি, কালাম কিন্তু মুসলমান'। বাগ্মী বাজপেয়ী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাতে কি, উনি প্রথমে একজন ভারতীয়, তারপর একজন মাহন বৈজ্ঞানিক।'

কালামের গবেষণা ও শিক্ষাগত নেতৃত্বে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্দি বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর মন্ত্রিসভা প্রায় ৩৮.৮ কোটি টাকার একটা ক্ষেপণাস্ত্র প্রেজেক্টের মঞ্জুরী দেয়। ওই বছর জুলাই মাসে তৈরি হল 'ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল জেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম' বা সংক্ষেপে (IGMDP) যার শীর্ষে ছিলেন —ড. এপিজে আব্দুল কালাম। কালামের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে পাঁচটা মিসাইলের কাজ করাবার ও উন্নয়ন চলতে লাগল। এরা হল ত্রিশূল , আকাশ, গান, পৃথ্বী ও অগ্নি। কালাম ও তার সহকারী বিজ্ঞানীদের অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ মিলল ১৯৮৮ সালের ২৩ শে ফ্রেব্রুয়ারিতে তখন ভারত তৈরি প্রথম মিসাইল পৃথ্বীকে সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু অগ্নি মিসাইলের বার বার অসফলতাও পরীক্ষার দেরি নিয়ে নানা সংবাদপত্রে সমালোচনা হচ্ছিল। এমনকী সবচেয়ে বড় দুধঘ কোম্পানি আমূলও পিছিয়ে ছিল না। তারা এক বিজ্ঞাপনে ব্যাঙ্গত্মক কার্টুন ছেপেছিল। তাতে বলা হয় অগ্নির জ্বালানিতে মাখন ব্যবহার করলে সফলভাবে লক্ষ্যে পৌঁছবে। আসলে অন্য মিসাইলের থেকে অগ্নির ব্যাপারটা আরও জটিল, যেটা সাধারণ লোকের বোধগম্য হবে না। এটা হচ্ছে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালেস্টিক মিসাইল। অর্থাৎ এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে পারে। তাই এর পাল্লা অনেক বড় হয়। প্রায় ১২০০০ কিমি বা তার বেশি। কালাম ঠিক করলেন তার দলের মনোবলবাড়ানো দরকার। তিনি দলের প্রায় দু'হাজারজন সদস্যকে এক জায়গায় ডেকে তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করলেন। এর ফলে সদস্যরা যেন নতুন করে জেগে উঠল। কিছুদিন পরে 'অগ্নি' পরীক্ষার সময় চলে এল। ১৯৮৯ সালের ২২ মে সকাল ৭টা বেজে ১০ মিনিটে অগ্নি মিসাইল ত্রুটিহীন ও বাধাহীনভাবে লক্ষ্যে পৌঁছল। এইভাবে অগ্নি প্রথম সফলতার মুখ দেখল।

এরপর কালামের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। একইসঙ্গে (DRDO) -র সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৮ সালে মে মাসে পোখরানে ভারতের দ্বিতীয় পরমাণু বোমা পরীক্ষায় তিনি ছিলেন প্রধান প্রকল্প সমন্বয়কারী। সেই সময় আমেরিকা বা তার মিত্র দেশের গোয়েন্দারা ঘুণাক্ষরেই টের পায়নি যে ওখানে পরমাণু পরীক্ষার তোড়জোড় তলছে। তারা শুধু জানত যে পোখরানে একটা মিলিটারিদের মহড়া চলছে। কালাম ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সেখানে সামকির (মিলিটারি) পোষাকে সজ্জিত হয়ে যেতেন। ফলে ওই দেশগুলোর স্যাটেলাইটের ছবিতে কখনোই সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি।

(DRDO) থেকে অসর নেওয়ার পর ড. কালাম কয়েকটা নামি প্রতিষ্ঠানে সাম্মানিক অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ২০০২ সালের জুন মাসে একদিন আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তাঁর কাছে ফোন আসে । নার্ভাস কালাম ফোন ধরতেই অপরদিক থেকে ভেসে আসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কণ্ঠস্বর—'কালামজি, ভারতের দরকার আপনার মতো একজন রাষ্ট্রপতি'। কালামের কাছে এটা ছিল এক অভাবনীয় ব্যাপার। তাই তিনি অটলজির কাছে ঘন্টাখানেক সময় চাইলেন। কালাম চিন্তা করলেন, উন্নত ভারত গড়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, সেটা আরো দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। যদি তিনি রাষ্ট্রপতি হন। তিনি সম্মতি জানিয়ে দিলেন। ২০০২ সালের ২৫ জুলাই ভারতের ১১ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলে। রাষ্ট্রপতি হয়ে ড. কালামের সেই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সততা, নিরামিষ ভোজন, সবই বজায় রইল। রাষ্ট্রপতি যে সুযোগসুবিধাগুলি পান তার অনেক কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না। একবার তাঁর পরিবারের বেশ কিছু সদস্য রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে থেকেছিলেন। সপ্তাহখানেক থাকার মাঝে সরকারি গাড়িতে নানা দর্শনীয় স্থান ঘোরাঘুরি ও করেছিলেন। অতিথিরা চলে যাওয়ার পর ওনাদের সমস্ত খরচ নিজের পকেট থেকে দিয়েছিলেন তিনি। নিয়মতো এই খরচ সরকারই তাকে দেবে। কিন্তু তা নিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আজকালকার দিনে এমন সততা বিরল। তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন, কিছু প্রভাব ও বিত্তশালীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে যে 'ইফতেহার পার্টি' দেওয়ার হত, তা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই টাকা তার নির্দেশে দেশের বিভিন্ন অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য বন্টন করা হত।

সারাজীবনে ও মৃত্যুর পরে ড. কালাম যা যা পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন তা লিখতে গেলে একটা লম্বা তালিকা তৈরি হবে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা হল, ১৯৮১ সালে 'পদ্মভূষণ', ১৯৯০ সালে 'পদ্মভিভূষণ' এবং ১৯৯৭ সালে সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন'। এছাড়া দেশবিদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাতটা সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকটা হল, এজিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়, সেইনস মালয় এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এছাড়া আরও অজস্র পুরস্কার রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেও কালাম তার শিক্ষকতার অভ্যাস ছাড়েননি। যকনই সময় পেতেন তখনই ছাত্রদের কাছে ছুটে যেতেন এবং নানা উপদেশ দিতেন। শিক্ষক দিবসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'যদি দেশের মানুষ আমাকে একজন ভালো শিক্ষক হিসাবে মনে রাখেন, তাহলে সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় সম্মানের হবে।''। তাইতো রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও তিনি আবার শিক্ষকতা চালিয়ে গেছেন। ২০১৫ সালে ২৭ জুলাই যখন তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয় তখন ও তিনি শিলংয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে একটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিকটতম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ঘমটাখানেকর মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ৩০ জুলাই রামেশ্বরমে তাঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ। যার মধ্যে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কর্ণাটক, কেরল ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল। এই বিপুল লোকসংখ্যা প্রায় করে তিনি শুধু 'মিসাইলম্যান' ছিলেন না, ভারতেরজনতার হৃদয়ের মানুষও ছিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

থানে-তে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ব্যবহৃত গার্ডার মেশিন ভেঙে মৃত ১৭; মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ সাহায্য ঘোষণা

থানে, ১ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে-তে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ব্যবহৃত গার্ডার মেশিন ভেঙে ঘটে গেল মর্মান্তিক ও ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নির্মাণস্থলে কর্মীদের ওপর ভেঙে পড়ে গার্ডার মেশিন, নীচে চাপা পড়ে অন্তত ১৭ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহতও হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোররাতে থানের একটি নির্মাণস্থলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধ্বংসাবশেষের নীচে এখনও কেউ কেউ আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সারাং কুরভে জানিয়েছেন, ভোররাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং আমাদের প্রথম টিম সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ উদ্ধারকাজ শুরু করে। উদ্ধারকাজ চলছে, স্নিফার ডগের সাহায্যেও চলছে উদ্ধারকাজ। মর্মান্তিক এই ঘটনায় মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। প্রধানমন্ত্রী মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে বলেছেন, মৃতদের পরিজনকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সুইজারল্যান্ডের একটি কোম্পানি সেখানে কাজ করছিল। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, থানে-র সাহাপুর এলাকায় সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মাণের কাজ চলছিল। মঙ্গলবার ভোররাতে সেখানেই কাজ করছিলেন এক দল কর্মী। আচমকা উপর থেকে তাঁদের মাথায় গার্ডার মেশিন ভেঙে পড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে কাজ চলাকালীন রাতে কর্মীরা একটি বিশেষ ধরনের ক্রেন মেশিন চালাচ্ছিলেন। এই ক্রেনের নাম 'গার্ডার লঞ্চিং মেশিন'। এই ক্রেন সাধারণত রেল সেতু, সড়ক নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় বহুতলের নীচে ভিত গঠনেও কাজে লাগে এই যন্ত্র। বিশাল আকৃতির ইস্পাতখণ্ড এক দিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া এই যন্ত্রের কাজ। সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ ভোর রাতে শুরু করেছিলেন কর্মীরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং দমকল। জোরকদমে তারা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের আর এক নাম মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়ে। ৭০১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা মুম্বই এবং নাগপুরকে যুক্ত করে। দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তা নির্মাণের কাজ চালাচ্ছে মহারাষ্ট্র সরকারের সড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশন। গত ডিসেম্বরে এই রাস্তার প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করে গিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাশিয়ার অফিস টাওয়ারে ফের ড্রোন হামলা

মস্কো, ১ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে একটি বহুতল ভবনে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। স্থানীয় মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন জানিয়েছেন, শত্রুপক্ষের ড্রোন হামলায় গত সপ্তাহে একই ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মেয়র জানিয়েছেন, এবারের হামলায় ভবনটির ২১ তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ এই হামলার জন্য রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ইউক্রেনকে দায়ী করেছে। যদিও বরাবরের মতো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি কিয়েভ।একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে রাজধানী শহরের মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন বলেছেন, ১৫০ বর্গ মিটারের বেশি গ্লেজিং ধ্বংস হয়ে গেছে। জরুরি সেবাগুলো ঘটনাস্থলে কাজ করছে।এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মস্কো অঞ্চলে বিমান বিধ্বংসী ব্যবস্থার মাধ্যমে দুটি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। ড্রোনগুলো 'ইলেকট্রনিক ওয়্যারফেয়ারের মাধ্যমে দমন করা হয়'। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

বাংলায় ৬ লাখ পদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছেন মমতা : শুভেন্দু অধিকারী

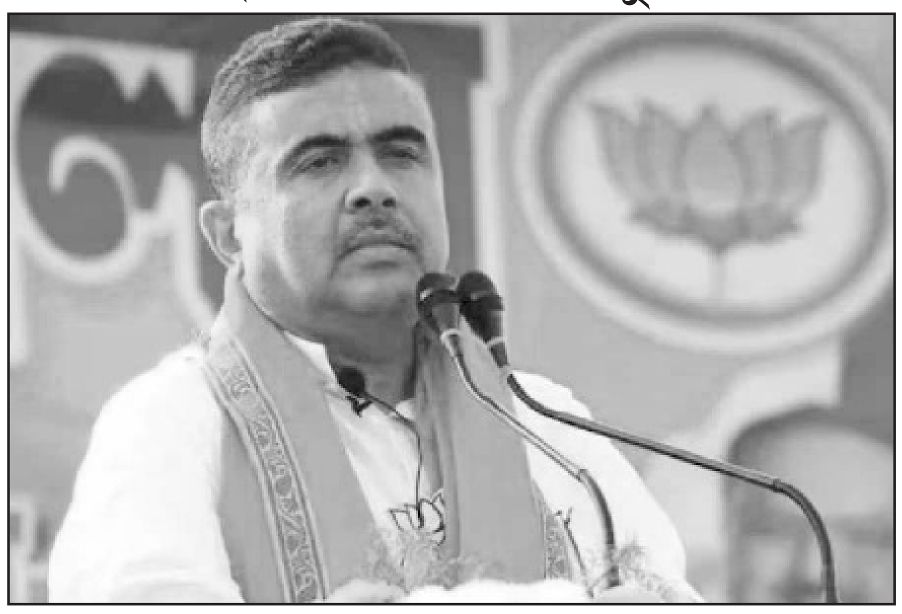

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.) : 'বাংলায় ৬ লাখ পদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছেন মমতা'। রাজ্যে নিয়োগ ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে এভাবেই আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি। মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশনের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান বিরোধী দলনেতা।

এদিন নিজের বক্তব্যের শুরুতেই শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বাংলায় ৬ লাখ পদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছেন মমতা। রিক্রুমেন্ট বোর্ড অচল করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩০ লাখ পদে নিয়োগ করছেন না। ভিলেজ পুলিশদের বেতন কাঠামো পুনরায় মূল্যায়ন করেনি। ডেটা এন্টি অপারেটরেরা কেন ১০ হাজার টাকা বেতনে কাজ করবেন? বাংলায় ২ কোটি বেকারের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় চাকরিপ্রার্থীরা বসে আছেন। এই সরকার অমানবিক- দুর্নীতিগ্রস্থ।'

তিনি আরও বলেন, 'বাংলায় অঙ্গনওয়াড়িতে সবথেকে কম বেতন। অন্যান্য রাজ্যে একই পদে অনেক বেশি বেতন। এরাজ্যে প্রাণী বন্ধু-প্রাণীমিত্ররা মাত্র দেড় হাজার টাকা পান। অন্যান্য রাজ্যে এর থেকে অনেক বেশি টাকা পায়। অথচ আমাদের প্রাণীদের এরাই বাঁচিয়ে রেখেছে। পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালাচ্ছেন আশাকর্মীরা। মধ্যপ্রদেশে আশা কর্মীরা পান ১০ হাজার টাকা।' রাজ্যের বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ ডেঙ্গি পরিস্থিতি। সেই প্রসঙ্গেও রাজ্য সরকারকে তুলোধনা করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে মশার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ বলে এবার বিএসএফের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী।'

উত্তরপ্রদেশের মইনপুরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ১ আগস্ট (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মইনপুরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মঙ্গলবার বরনাহাল থানা এলাকায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর সাইকেলে ধাক্কা মারলে আরোহী যুবকদের পিষে মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় মামা ও তাঁর দুই ভাগ্নার মৃত্যু হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে মৃতের পরিবারকে খবর দেয়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের এক আধিকারিক ট্যুইট করে লিখেছেন, মইনপুরীতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় যে মৃত্যু হয়েছে তাতে তিনি গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন, এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। মুখ্যমন্ত্রী আহতদের চিকিৎসার জন্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি যোগী আদিত্যনাথ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

উত্তরাখণ্ডে সব্জির বাজারে প্রশাসনের অভিযান, কড়া নির্দেশ

হালদওয়ানি, ১ আগস্ট (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডে স্থানীয় প্রশাসন এবং মান্ডি প্রশাসন সবজির ক্রমবর্ধমান দাম নিয়ন্ত্রণে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য তারা অভিযানও চালাচ্ছেন।

নৈনিতালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে গঠিত দলটি প্রতিদিন পাইকারি ও খুচরা মূল্যের তালিকা জারি করে। দেখা যাচ্ছে, খুচরা বিক্রেতারা পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে না কিনে বাজারে পরিচালিত খামার থেকে সবজি কিনছেন, যার কারণে সবজির দামে পার্থক্য রয়েছে। এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ও বাজার কমিটি লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। মঙ্গলবার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট রিচা সিং এবং মান্ডি সেক্রেটারি দিগ্বিজয় সিংয়ের নেতৃত্বে প্রশাসন এবং মান্ডি দল পরিবহণ নগরের কাছে পরিচালিত খুচরা সবজি বিক্রেতাদের দোকানে অভিযান চালায়। অভিযানে তারা সব্জির দামের পার্থক্য খুঁজে পেয়েছে। এই জন্য সবজি বিক্রেতাদের কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছে, এখন থেকে সব্জি শুধুমাত্র মান্ডির জারি করা দামেই বিক্রি করা হবে।

ইউক্রেনের ক্রিভি রিহ-তে রাশিয়ার হামলায় নিহত ৬, আহত আরও ৬৯ জন

কিয়েভ, ১ আগস্ট (হি.স.): ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির নিজ শহর ক্রিভি রিহ-তে রাশিয়ার হামলায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে এক মেয়ে শিশু ও তার মা রয়েছেন। এদিকে ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছে, সোমবার একটি আবাসিক ভবন ও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বস্ত হলে আরও ৬৯ জন আহত হন।

রুশ হামলায় স্বজন হারানোর ঘটনায় শহরটিতে শোক দিবস ঘোষণা করেছেন আঞ্চলিক গভর্নর সের্হি লাইসাক। স্থানীয় সময় সকাল ৯টার পর এই হামলার ঘটনা ঘটে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে বহুতল ওই ভবনটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হামলার পর প্রায় ১৫০ জন অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। টেলিগ্রামে লেখা এক বার্তায় ইউক্রেনের নেতা জেলেনস্কি বলেছেন, ৩৫০ জনেরও বেশি মানুষ উদ্ধার অভিযানে কাজ করছে। পরে আঞ্চলিক গভর্নর সের্হি লাইসাক বলেন, জরুরি কর্মীরা ভবন থেকে আরও ৩০ জনকে উদ্ধার করেছে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, রুশ এই হামলায় 'বহু লোক' আহত এবং ট্রমার শিকার হয়েছেন। কিন্তু 'এই সন্ত্রাস আমাদের ভীত করতে পারবে না বা আমাদের দুর্বল করতে পারবে না' বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

টাকিতে স্কুলের ল্যাবে অ্যামোনিয়া বিস্ফোরণ, শিক্ষক-সহ গুরুতর জখম ১০ ছাত্রী

টাকি, ১ আগস্ট (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনায় সরকারি স্কুলের ল্যাবে অ্যামোনিয়া বিস্ফোরণ হয়ে শিক্ষক-সহ ১০ জন ছাত্রী গুরুতর ভাবে আহত। মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে জেলার বসিরহাট মহকুমার টাকি পৌরসভার টাকি ষষ্ঠীবর লালমাধব বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা। আহতদের গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এই ঘটনায় স্কুলে পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

স্কুলে সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ওই স্কুলের এক শিক্ষক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের নিয়ে ল্যাবরেটরির ঘরে কাজ করছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ অ্যামোনিয়া গ্যাসের বিস্ফোরণ হয়। যার জেরে শিক্ষক সহ ১০ জন ছাত্রী আক্রান্ত হয়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে দ্রুত ওই স্থানে হাজির হয় বাকি ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারপর আহতদের সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, আজ দুপুর একটা নাগাদ বিজ্ঞানের শিক্ষক অর্ণব গুহ দাস তিনি দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্রীদের নিয়ে ওই ল্যাবরেটিতে বিজ্ঞানের সূত্র দেখাতে গেলেই এই বিস্ফোরণ ঘটে।

ঘটনার জেরে স্কুলে পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে দীর্ঘদিন এই ল্যাবরেটরি না খোলার কারণেই সেই অ্যামোনিয়া গ্যাস বিস্ফোরণ হয়েছে। এই রীতিমতো বালিকা বিদ্যালয় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রীরা। এই ঘটনায় ছাত্রীদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হয়েছে।

আর্থিক তছরুপের মামলায় হিরো মোটোকর্পের চেয়ারম্যানের বাড়িতে তল্লাশি ইডির

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি. স.) : একটি আর্থিক তছরুপের মামলায় নয়াদিল্লিতে হিরো মোটোকর্পের চেয়ারম্যান পবন মুঞ্জালের বাড়িতে তল্লাশি চালালো ইডি আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকালে তল্লাশি চালায় ইডি। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে মুঞ্জালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ইডি।

ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে এদিন মুঞ্জালের বাড়িতে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ডিআরআই এর আগে দিল্লি বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সহ পবন মুঞ্জালকে গ্রেফতার করেছিল। ২০২২ সালের মার্চ মাসে কর ফাঁকি সংক্রান্ত তদন্তের অংশ হিসেবে হিরো মোটোকর্পের সঙ্গে যুক্ত ২৫টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল আয়কর বিভাগ।

ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতামূলক মিছিল শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১ আগস্ট (হি. স.) : ডেঙ্গুর প্রকোপ এড়াতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরসভা প্রশাসন। এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মঙ্গলবার দুই নম্বর বরোর অধীনে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি সচেতনতা মিছিল বের করা হয়। এই সময় ওয়ার্ডে ফগিং ও ব্লিচিং পাউডার স্প্রে করা হয়।

শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর রঞ্জন সরকার সহ চেয়ারম্যান মহম্মদ আলম খান এবং ওয়ার্ড কর্মীরা মিছিলে অংশ নেন। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে সারা বছরই নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কর্পোরেশন বিশেষ করে সরু রাস্তা, বাজার ও খালি জমির দিকে বিশেষ নজর রাখছে। এসব জায়গায় ক্রমাগত ফগিং ও ব্লিচিং পাউডার স্প্রে করা হচ্ছে।

গাঁজা ও মাদকসহ ২ গ্রেফতার

বীজাপুর, ১ আগস্ট (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বীজাপুর জেলার কোতোয়ালি থানার পুলিশ পুরোনো বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে কাদির খানের বাড়িতে অভিযান চালায়।

এনডিপিএস আইনের ৫০ ধারায় বাড়ির তল্লাশি চালানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযান চালিয়ে ৪.০৮ কিলো অবৈধ গাঁজা এবং নগদ ১৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

তহশীলপাড়ায় এক মহিলার বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। সে বাড়িতে মাদক রেখে বিক্রি করে বলে অভিযোগ। তল্লাশি চালিয়ে ৪১ হাজার ৮৫৯ টাকার ১৯ প্যাকেট ক্যাপসুল উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় ছত্তিশগড়ের বীজাপুরের কোতোয়ালি থানার পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। দুজনকেই মঙ্গলবার বিজাপুর আদালতে হাজির করে। তারপর বিচারক তাদের আজ, মঙ্গলবার রিমান্ডে নিয়েছে।

সামসীতে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু দমকলকর্মীর, জখম আরও সাত

সামসী, ১ আগস্ট (হি. স.) : মালদার সামসী বাইপাসের ভাগভাদো এলাকায় দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক দমকলকর্মীর। ঘটনায় আরও সাত জন শ্রমিক জখম হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নাম মৈনাক ঘোষ(৫৭)। তাঁর বাড়ি মালদার বুড়াবুড়িতলায়। তিনি চাঁচল দমকলবাহিনীর এক কর্মী। জখমরা হলেন, বাসির(৩২), সরিফুল ইসলাম(৫৫), বাবলু হোসেন(৩৪), হেসামুদ্দিন(৩০), মহম্মদ ইউসুফ(৫৬), মুরসালিম(২২) ও মনিরুল(৫০)। এরা সকলেই মাখনা শ্রমিক। এদের সকলের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বেলসুর গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে ৮/১০ জন শ্রমিক বাড়ি থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে চেপে রতুয়া-২ ব্লকের আস্কাপাড়া গ্রামে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, স্কুটারে করে চাঁচল দমকলে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন মৈনাক বাবু। সেই সময় সামসী বাইপাসের ভাগভাদো এলাকায় দ্রুতগতিতে আসা পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালদার দিক থেকে আসা স্কুটারে সজোরে ধাক্কা মারে। যার জেরে স্কুটারটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ঘাতক পিকআপ ভ্যানটি ও স্কুটারটি থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি, মৃতদেহ সামসী গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

তিনসুকিয়ায় গ্রেফতার প্রাক্তন আলফা (স্বা)-ক্যাডার অভিযোগ, যুবকদের প্ররোচিত করে উগ্রপন্থী সংগঠনে যোগ দেওয়াতো

সুরজিৎ গগৈ তিনসুকিয়া (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : তিনসুকিয়ায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে প্রাক্তন আলফা (স্বা)-ক্যাডার নাবালক সুরজিৎ গগৈকে। সুরজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পরেশ বরুয়া নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম ইন্ডিপেনডেন্ট (আলফা-স্বাধীন)-এর যুবকদের যোগদান করাতে সে প্ররোচনা দিত।

আজ তিনসুকিয়া জেলার পুলিশের সদর দফতরের এক সূত্র জানিয়েছে, সুরজিৎ গগৈ একজন প্রাক্তন আলফা (স্বাধীন)-এর ক্যাডার সদস্য।

আত্মসমর্পণ করার পরও সে উগ্রপন্থীদের হয়ে কাজ করত। সে অনুযায়ী সে সংগঠনে সদস্য ভরতির কাজ করত। কিছু দিন আগে আলফা (স্বাধীন)-এ যোগ দেওয়াতে তাকে ১৭ জন যুবকের একটি তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলা পুলিশ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (ইন্ডিপেনডেন্ট)-এর বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে পুলিশ প্রাক্তন আলফা (স্বা) ক্যাডার সুরজিৎ গগৈকে গ্রেফতার করেছে। এই অঞ্চলে আলফা তৎপরতা বাড়িয়েছে বলে এ ধরনের অপারেশন চালানো হচ্ছে।

২০২১ সালে আলফা-স্বাধীনে যোগদান করেছিল সুরজিৎ গগৈ। কিন্তু তার পরের বছর ২০২২ সালে তিনসুকিয়া পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত চলছে। এরই মধ্যে সে আলফা (স্বা)-এ নিয়োগ করতে যুবকদের প্ররোচিত করছিল।

বীরভূম থেকে ফের উদ্ধার হল তাজা বোমা

দুবরাজপুর, ১ আগস্ট (হি.স.): বীরভূমের দুবরাজপুর থেকে ফের উদ্ধার হল তাজা বোমা। মঙ্গলবার সকালে দুবরাজপুর থানার পুলিশ বুদ গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালায়। শাল নদীর পাড় থেকে ৬০ টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। বম্ব স্কোয়াডে খবর দেয় পুলিশ। এর বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে আসে বম্ব স্কোয়াড।

পুলিশ সূত্রে খবর, ফাঁকা জায়াগায় নিয়ে গিয়ে বোমগুলো নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। তবে সাতসকালে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আতঙ্কিত স্থানীয়রা। কে বা কারা বোমা রাখল, সেই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি বলে খবর দুবরাজপুর থানা সূত্রে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটেছে অনেকদিন হল। তারপরও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। আর এই তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে বিরোধীরাও সুর চড়াতে শুরু করেছে। গত বছর বগটুইয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজ্যের সব বোমা এক মাসের মধ্যে উদ্ধার করতে হবে। কেন এখনও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বোমা পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধী দলগুলো।

৫৫৯ কোটি টাকায় ব্রাজিলের ফ্যাবিনিয়ো আল ইত্তিহাদে

রিয়াধ, ১ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ফ্যাবিনিয়ো। সাম্প্রতিক গুঞ্জন ছিল তিনি লিভারপুল ছেড়ে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল ইত্তিহাদে যোগ দেবেন। এই গুঞ্জন সত্যি হল। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে আল ইত্তিহাদে যোগ দিলেন তিনি। এই মিডফিল্ডারকে দলে নিতে ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করতে হয়েছে আল ইত্তিহাদকে।

উল্লেখ্য, লিভারপুলের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, কমিউনিটি শিল্ড, লিগ কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছেন ফ্যাবিনিয়ো।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষার জলকাদা আর মনের মেঘ কাটাতে বানিয়ে ফেলুন লোটে মাছের ঝুরি

বাজারে গেলেই ইলিশের হাতছানি। কিন্তু দাম দিয়ে সেই মাছ কেনাই সার। মাছের তেমন স্বাদই নেই। যত বারই কিনেছেন, তত বারই খেতে গিয়ে নিরাশ হতে হয়েছে। এ দিকে, বর্ষার আবহাওয়া আর জলকাদাতে মন খারাপের মেঘও কিছুতেই কাটতে চাইছে না। আচ্ছা ভাল খাবার রান্না করলে বা খেলে তো মন ভাল হয়, লোটে মাছের ঝুরি দিয়ে কি মনের বা জিভের স্বাদবদল করা যেতে পারে?

কী ভাবে বানাবেন সেই খাবার? রইল সেই রেসিপি।

উপকরণ: লোটে মাছ: ৫০০ গ্রাম ধনে পাতা: আধ কাপ টোম্যাটো বাটা: ২ টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কা: ৪টি পেঁয়াজ বাটা: ১ টেবিল চামচ রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ নুন: স্বাদ অনুযায়ী সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

প্রণালী: ১) লোটে মাছ ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। ২) এ বার সামান্য নুন এবং হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ৩) কড়াইতে তেল গরম হলে মাছগুলি দিয়ে দিন। ভাল করে ভেজে নিন। যেন কাঁটাগুলি মুখে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যায়। ৪) এ বার কড়াই থেকে মাছ তুলে নিন। ওই তেলের মধ্যেই একে একে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা এবং কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। ৫) পেঁয়াজ, রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে একে একে সব গুঁড়ো মশলা এবং নুন দিয়ে দিন। ভাল করে কষতে থাকুন। ৬) কষানো হলে দেখবেন মশলা থেকে তেল আলাদা হয়ে আসছে। এ বার কড়াইতে ভেজে রাখা মাছগুলি দিয়ে দিন। ৭) মাছ এবং মশলা ভাল করে মিশে গেলে কড়াই থেকে নামিয়ে ফেলুন।

ইলিশ না পেয়ে চিংড়ি দিয়েই ভোজ সারবেন?

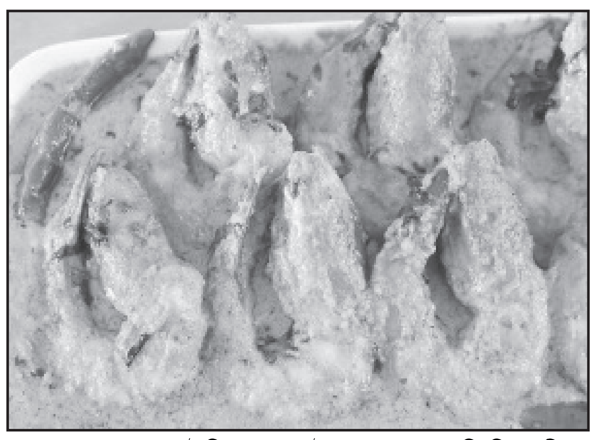

বাজারে ভাল মানের ইলিশের দেখা নেই, তাই চিংড়ির উপরেই ভরসা রাখছে বাঙালি। বাঙাল-ঘটি উভয়েই এখন দ্বন্দ্ব ভুলে মজেছে চিংড়ির স্বাদে। বাজার থেকে গলদা চিংড়ি নিয়ে এসেছেন, ভাবছেন এমন কী বানানো যায়, যা খেলেই মুখে লেগে থাকবে বাড়ির সদস্যদের। মালাইকারি কিংবা সর্ষে দিয়ে নয়, গন্ধরাজ লেবু দিয়েই বানিয়ে ফেলুন গন্ধরাজ মালাই চিংড়ি। রইল রেসিপি।

উপকরণ: গলদা চিংড়ি: ৪টি (বড় মাপের) পাতিলেবুর রস ও গন্ধরাজ লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ নুন: স্বাদ অনুযায়ী শাহী মরিচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ কাঁচালঙ্কা বাটা: ১ টেবিল চামচ নারকেলের দুধ: ১ কাপ ক্রিম: আধ কাপ পেঁয়াজ বাটা: ৩ টেবিল চামচ রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ সাদা তেল: ৪ টেবিল চামচ গন্ধরাজ লেবুর সবুজ খোসা কুচি: ১/৪ চা চামচ গন্ধরাজ লেবু পাতা: ২টি

প্রণালী: চিংড়ি মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এ বার একটি পাত্রে চিংড়ি মাছগুলি নিয়ে ওর সঙ্গে পাতিলেবুর রস, নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন ৩০ মিনিট। ননস্টিক পাত্রে তেল গরম করে সেদ্ধ করা পেঁয়াজ ও রসুন বাটা দিয়ে কষে নিতে হবে। এর মধ্যে চিংড়ি মাছগুলি ছেড়ে অল্প আঁচে কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। চিংড়ির রং লাল হলে অল্প গরম জল, লেবুর রস, গন্ধরাজ লেবুর সবুজ খোসা কুচি, নুন দিন। ফুটে উঠলে নারকেলের দুধ আর মরিচ গুড়ো দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। নামানোর আগে গন্ধরাজ পাতা দিয়ে মিনিট দুয়েক আরও ফুটিয়ে নিন। গ্যাস বন্ধ করে উপরে ক্রিম ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন গন্ধরাজ মালাই চিংড়ি।

৩ বীজ: স্বাস্থ্যগুণে সব্জি

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের একটা অঙ্গ হল সবুজ শাকসব্জি খাওয়া। মাছ, মাংস, ডিমের পাশাপাশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা সব্জি খাওয়াও জরুরি। ওজন কমানো থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, সব্জি খাওয়ার সুফল কম নয়। তবে শুধু সব্জি নয়, বিভিন্ন সব্জির বীজও সমান ভাবে উপকারী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীজের স্বাস্থ্যগুণ সব্জিকেও ছাপিয়ে যায়।

তাই সব্জির বীজকে অবহেলা করলে চলবে না। বরং বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন সব্জির বীজে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ পদার্থের মতো পুষ্টিগুণ। তাই সব্জির বীজ না ফেলে দিয়ে বরং ডায়েটে রাখতে পারেন। তার আগে জানতে হবে, কোন সব্জির বীজ সত্যিই উপকারী।

কুমড়োর বীজ

কমবেশি সকলেই জানেন এর উপকারিতা। এমনকি, ডায়েটে মাঝেমাঝে মুখ চালাতে কুমড়োর বীজ খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। এই বীজে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটের পরিমাণ কম। বিভিন্ন ভাবে খেতে পারেন কুমড়োর বীজ। অল্প নুন এবং অলিভ অয়েল দিয়ে বেক করে নিতে পারেন। কিংবা হালকা তেলে ভেজেও খেতে পারেন। উপর থেকে বিটনুন ছড়িয়ে খেতে পারেন। স্বাস্থ্য এবং স্বাদ দুইয়েরই যত্ন হবে।

লাউয়ের বীজ

লাউ যদি কচি হয়, তা হলে বীজ-সহ রান্না করলেই ভাল। তবে লাউ খানিকটা পেকে গেলে বীজ ফেলে দিয়ে রান্না করেন অনেকে। পুষ্টিবিদেদের মতে, এই অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। লাউয়ের বীজের রয়েছে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগুণ। বীজ ফেলে দেওয়া মানে লোকসান। রান্না ছাড়াও আলাদা করে খেতে পারেন এই বীজ। অলিভ অয়েল, গোলমরিচের গুঁড়ো, প্যাপরিকা পাউডার মাখিয়ে বেক করে নিন ১৫-২০ মিনিট। খেতে বেশ ভাল লাগবে। স্বাদ অনেকটা বাদামের মতো হবে।

ভুল হচ্ছে জেনেও যে কোনও পরিস্থিতি মেনে বা মানিয়ে নেওয়া উচিত নয়

আর পাঁচ জন যাঁকে ভাল বলেন, আসলে সেই ভাল। এমন কথা ছোট থেকে মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে অনেকেরই। তাই ইচ্ছে না থাকলেও তথাকথিত "ভাল" হতে গিয়ে নিজের সাধ অপূর্ণ থেকে যায় অনেকেরই। ছোট থেকে বাড়িতে, স্কুল-কলেজে, পরবর্তীকালে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট না করতে ছোটখাট ত্যাগস্বীকার করেও "ভাল" হয়ে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না অনেকে।

নিজের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে জেনেও মুখে কিছু বলতে না পারার সমস্যা কিন্তু আসলে নিজেকেই পোহাতে হয়। মনোবিদেরা বলছেন, এই "ভাল" হয়ে থাকার অভ্যাস কিন্তু আসলে যুদ্ধে নিজেকে হারিয়ে দেওয়ার মতো। অন্যের চোখে ভাল হয়ে থাকার লোভ সামলাতে না পারলে, ক্ষেত্র বিশেষে নিজের হয়ে সরব হতে না পারলে একটা সময় পরে নিজের চোখে নিজেকে ছোট মনে হতেই পারে।

১) অন্যেরা সুযোগ নেবে

আপনার ভাল মানসিকতার সুযোগ নিতেই পারেন দুর্জনেরা। বিশ্বাস করে আপনি যাঁকে কোনও কথা বলবেন বা সাহায্য করবেন, সে-ই কোনও সময়ে অকৃতজ্ঞের মতো ব্যবহার করবেন। মুখে কিছু বলতে না পারার সুযোগ নিতে চেষ্টা করবেন বার বার।

২) আত্মমর্যাদা নষ্ট হবে নিজের জন্য আত্মমর্যাদা নিজেকেই অর্জন করতে হয়। আপনি ভাল মনের মানুষ বলে অনেকেই আপনার থেকে সুযোগ নিয়ে বসেন অনেকে। বুঝতে পেরেও দিনের পর দিন কোনও প্রতিবাদ করেন না। এতে নিজের চোখে নিজেকে ছোট লাগতেই পারে। ফলে হীনম্মন্যতায় ভোগেন অনেকেই।

৩) সহজেই প্রভাবিত করতে পারে

আপনার ভাল মানসিকতা দুর্জনকে সুপথে নিয়ে আসতে না পারলেও, সহজেই তাঁরা আপনাকে বিপথে চালিত করতে পারেন। ঠিক-ভুল, ভাল-মন্দ বিচারবোধ ভুলতে বসেন অনেকেই। ৪) "না" বলতে সমস্যা হতে পারে ইচ্ছে না থাকলেও এমন অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। শুধু মুখে "না" বলতে পারেন না বলে। অনেকে ভাবতে থাকেন "না" বললে হয়তো তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হবে।

৫) সহজে আঘাত পেতে পারেন ভাল মানসিকতা, ক্ষমাশীল মনোভাবের জন্যে এমন অনেককেই দ্বিতীয় বার সুযোগ দিয়ে ফেলেন। তার পর আবার সেই মানুষটির থেকেই আঘাত পেতে হয়। খুঁজলে এমন নজির অসংখ্য নজির রয়েছে আমাদের আশপাশে।

অ্যালার্জির কারণে কনজাঙ্কটিভাইটিস

লাল চোখ ফুলে রয়েছে, পিচুটির জন্য চোখ খুলে তাকানো যাচ্ছে না এমন পরিস্থিতি দেখেই ওষুধের দোকানে ভিড় করছেন অনেকে। নিজেরাই দাবি করছেন, তাঁদের কনজাঙ্কটিভাইটিস হয়েছে। এর পরেই দোকানদারের থেকে চেয়ে নিচ্ছেন চোখের ড্রপ। প্রেসক্রিপশন না থাকলে কিছু দোকানদার ফিরিয়ে দিচ্ছেন বটে, তবে কিছু দোকানদার আবার নিজেদের জ্ঞানেই দিয়ে দিচ্ছেন চোখের ড্রপ।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এ ভাবে নেওয়া ড্রপই চোখের বড় ক্ষতি করতে পারে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, চোখে আদৌ কী ধরনের কনজাঙ্কটিভাইটিস হয়েছে, ব্যাক্টেরিয়াঘটিত না কি ভাইরাসঘটিত, সে সব না বুঝে আন্দাজে ড্রপ দিলে তা সরাসরি কর্নিয়ার ক্ষতি করতে পারে। কর্নিয়া ঝাপসা হয়ে কমতে পারে দৃষ্টিশক্তি। তাই সবার আগে জানা দরকার কত ধরনের কনজাঙ্কটিভাইটিস আছে? কী ভাবেই বা সতর্ক হবেন?

অ্যালার্জির কারণে কনজাঙ্কটিভাইটিস: ফুলের রেণু, পোষ্যের লোম, ধূলিকণার কারণেও কনজাঙ্কটিভাইটিস হতে পারে। চোখ লাল হয়ে যায়, ফুলে যায়, চোখ থেকে অনবরত জল পড়ার মতো সমস্যা হয়। এ ক্ষেত্রে তেমন পিচুটির সমস্যা হয় না। ব্যাক্টেরিয়াঘটিত কনজাঙ্কটিভাইটিস: চোখে হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া বা স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াসের মতো জীবাণু আক্রমণ করলে এই ধরনের কনজাঙ্কটিভাইটিস হয়। চোখে লাল ভাব, চুলকানি এবং চোখে হালকা হলুদ কিংবা সবুজ রঙের পিচুটি জমাট বাঁধলে সতর্ক হোন। ভাইরাসঘটিত কনজাঙ্কটিভাইটিস: অ্যাডিনোভাইরাস, হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস (এইচএসভি) কিংবা ভেরিসেলা-জোস্টার ভাইরাস (ভিজেডভি)-এর সংক্রমণের কারণে এই কনজেক্টিভাইটিস হয়। লক্ষণ এবং উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, চোখে ব্যথা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, চোখ থেকে অনবরত জল বেরোনো।

রাসায়নিক থেকে কনজাঙ্কটিভাইটিস: ক্লোরিন বা ডিটারজেন্টের মতো রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসার কারণে এই সংক্রমণ হয়। চোখ দিয়ে জল পড়া, লালচে ভাব, চোখে চুলকানির মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে এ ক্ষেত্রে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এ ভাবে নেওয়া ড্রপই চোখের বড় ক্ষতি করতে পারে। ছবি: শাটারস্টক। জায়ান্ট প্যাপিলারিকনজাঙ্কটিভাইটিস: কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে কিংবা চোখে ময়লা বা ধুলো কণার ঠুকলে সেই থেকে সংক্রমণ হয়ে এই ধরনের কনজেক্টিভাইটিস হতে পারে। তাই কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের সময় বাড়তি সতর্ক থাকতে বলা হয় সব সময়ে। হাত খুব ভাল করে পরিষ্কার করে তবেই লেন্স পরা উচিত, না হলে কনজেক্টিভাইটিসের ঝুঁকি থাকে।

দোতলায় উঠতে গেলেই হাঁপিয়ে যান?

অল্প হাঁটাহাঁটি করলেই হাঁপ ধরে? বাড়িতে দোতলা থেকে ওঠানামা করলেই দম ফুরিয়ে আসে? এই সব উপসর্গ কিন্তু ফুসফুসের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। ধূমপানের অভ্যাস তো বটেই, চারপাশে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা দূষণের সমস্যাও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ফুসফুসের জন্য। কাজেই সময় থাকতে ফুসফুসের যত্ন নেওয়া জরুরি।

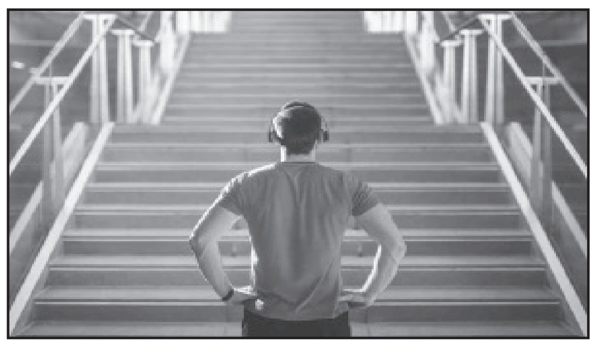

ঘন ঘন সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হলে, বুকে বার বার কফ জমলে, কাঁধ-পিঠে যন্ত্রণা হলে কিংবা গলার স্বর পরিবর্তন হলে সতর্ক হন। কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাই নয়, এই সব লক্ষণও ফুসফুসের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার ইঙ্গিত হতে পারে। কোন কোন অভ্যাসে বদল আনলে চাঙ্গা থাকবে ফুসফুস?

১) ফুসফুস চাঙ্গা রাখতে সবার আগে ধূমপান ছাড়তে হবে। এমনকি, কাছাকাছি কেউ ধূমপান করলেও চেষ্টা করুন সেই স্থান থেকে সরে আসতে। অন্য কেউ ধূমপান করলে সেই ধোঁয়া কিন্তু নিজে ধূমপান করার থেকে আরও বেশি ক্ষতিকর।

২) ফুসফুস চাঙ্গা রাখতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের শ্বাসের ব্যায়াম ও যোগাভ্যাস করতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চায় বাড়ে ফুসফুসের অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা। ধনুরাসন, ভুজঙ্গাসন, মতাসন, পদ্মসর্বাঙ্গাসন, অর্ধ মতেন্দ্রাসন ও পদহস্তাসনের মতো আসন নিয়মিত করলে ভাল থাকে ফুসফুস। এ ছাড়াও শ্বাসের ব্যায়াম করতে হবে। কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে করলে তবেই কাজ হবে।

৩) ফুসফুস চাঙ্গা রাখতে হলে কিন্তু ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ওজন বেড়ে গেলেই ফুসফুসের উপর বেশি চাপ পড়তে শুরু করে ফলে অঙ্গটির কার্যকারিতা কমে যায়।

৪) ঘরে কিংবা গাড়িতে কাউকে ধূমপান করতে বারণ করুন। বাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার লাগাতে পারেন। ফুসফুসের কোনও রকম সমস্যা থাকলে বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করুন।

৫) রঙিন ফল এবং সব্জি ফুসফুস ভাল রাখতে কাজে আসে। বিশেষ করে যাঁরা ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় জর্জরিত, তাঁদের জন্য এ ধরনের সব্জি বেশ উপকারী। ক্যাপসিকাম, টোম্যাটো, কমলালেবু, পালং শাকের মতো সব্জিতে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে, যা ফুসফুস চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি কিংবা ব্ল্যাকবেরিতে রয়েছে ''অ্যান্থোসায়ানিন'' নামক উপাদান। এই অ্যান্থোসায়ানিন ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে।

সব ব্যায়াম ছেড়ে হঠাৎ দড়ি লাফানোর অভ্যাস করবেন কেন

প্রতি দিন বিকেলে ২০টি করে দড়িলাফ। স্কুল থেকে ফিরে এই ছিল নিত্যদিনের রুটিন। তখন অবশ্য কারণটা অন্য ছিল। গুরুজনেরা বলতেন, লম্বা হওয়ার একমাত্র উপায় নাকি দড়িলাফ। তবে এখন শরীরচর্চার সংজ্ঞাটাই পুরো বদলে গিয়েছে। যেমন বদলে গিয়েছে তার ধারা এবং মাধ্যমও। দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে ডায়েটের পাশাপাশি শরীরচর্চারও প্রয়োজন রয়েছে।

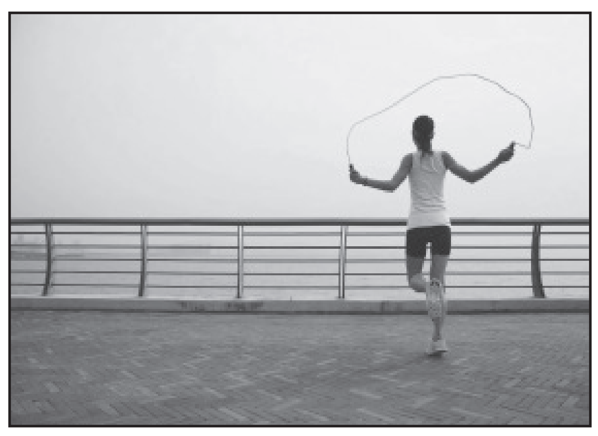

তবে শরীরচর্চার তো বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, শুধু শিশু ও কমবয়সিদের জন্য নয়, শরীরের সার্বিক উন্নতির জন্য দড়িলাফ সর্বশ্রেষ্ঠ। জিমের মতো খরচ বা কায়িক পরিশ্রম ছাড়াই দেহের মেদ ঝরাতে অভ্যাস করা যেতে পারে দড়িলাফ।

১) পেশি মজবুত করে

একটানা লাফাতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি প্রয়োজন হয়। যা অতিরিক্ত ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। ক্রমাগত লাফানো এবং হাতের ব্যায়ামের ফলে পা এবং হাতের পেশি মজবুত করতেও সাহায্য করে।

২) কার্ডিয়োর বিকল্প

গোটা দেহের ব্যায়াম যাতে হয়, তার জন্য অনেকেই "কার্ডিয়ো" অভ্যাস করেন। দড়িলাফের অভ্যাস করলে এই কার্ডিয়ো আরও উন্নত হয়। পাশাপাশি, শ্বাসযন্ত্রের উন্নতি এবং দেহে রক্ত এবং অক্সিজেনের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এই ব্যায়াম অভ্যাস করা যেতেই পারে।

৩) দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে

লাফানোর ফলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা হয়। পাশাপাশি, হাত-পায়ের পেশি মজবুত হয়। দু'-এক দিন অভ্যাস করলেই যে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে, এমনটা কিন্তু নয়। ধীরে ধীরে দ্রুত গতিতে দড়িলাফ অভ্যাস করতে শুরু করলে সুফল বুঝতে পারবেন।

৪) ওজন কমাতে সাহায্য করে

দড়িলাফের ফলে যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ানো সম্ভব, তা অন্য কোনও মাধ্যমেই সম্ভব নয়। তার উপর যদি পা-হাতের এবং কাঁধের পেশির গঠন মজবুত করতে চান, সে ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যায়াম ছেড়ে দড়িলাফের উপর ভরসা করতেই পারেন।

৫) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে

যে কোনও ধরনের ব্যায়ামই মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। তবে দড়িলাফ অভ্যাস করলে হরমোনের উপর খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব পড়ে। নিয়মিত এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে আনন্দের হরমোন "ডোপামাইন"-এর ক্ষরণ বেড়ে যায়। পাশাপাশি, কর্টিজলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাড়ি বসেই পেতে পারেন মসৃণ ত্বক

অফিস, বাড়ি সামলে পার্লারে যাওয়ার সময় পান না অনেকেই। ফলে বাড়িতেই রূপচর্চার পর্ব সেরে নিতে হয়। কিন্তু পার্লারে যতটা নিখুঁত কাজ হয়, বাড়িতে চেষ্টা করেও সব সময় তা হয় না। বিশেষ করে মুখের রোম তোলার মতো বিষয় হলে, অনেকেই বাড়িতে ঝুঁকি নেন না। তবে শুনতে কঠিন লাগলেও আদতে কিন্তু ব্যাপারটা ততখানি জটিল নয়। মুখের রোম তোলার কয়েকটি উপায় রয়েছে। সেগুলি জেনে নিলে বাড়িতে বসেই ত্বক রোমহীন করে তোলা সম্ভব।

শেভিং

মুখের রোম পরিষ্কার করতে অনেকে রেজার ব্যবহার করেন। তবে পা কিংবা হাতের রোম তোলার ক্ষেত্রে যে রেজার ব্যবহার করেন, এ ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি চলবে না। মুখের রোম তোলার জন্য আলাদা সরু ব্লেডের রেজার পাওয়া যায়। তবে মাথায় রাখতে হবে, মুখের ত্বক ভীষণ নরম, স্পর্শকাতর। ফলে ব্লেড যতই সূক্ষ্ম হোক, তা ব্যবহার করা বিপজ্জনক। বিশেষ করে চোখের নীচের অংশে কখনই রেজার ব্যবহার করবেন না।

হেয়ার রিমুভিং যন্ত্র

অনলাইনে এখন মুখের রোম তোলার যন্ত্র পাওয়া যায়। এপিলেটর-এর ছোট সংস্করণ। এতে যন্ত্রণা ছাড়াই অনায়াসে রোমের হাত থেকে মুক্তি মেলে। কলমের মতো দেখতে এই ব্যাটারিচালিত যন্ত্রটি সোজা ধরে চক্রাকারে রোমের উপর বোলাতে হয়। তবে এগুলি ব্যবহার করার আগে নিয়মাবলি ভাল করে দেখে নিতে হবে।

ওয়্যাক্সিং সবচেয়ে কার্যকর ভাবে গোড়া থেকে রোম পরিষ্কার করতে পারে এই পদ্ধতি। এতে রোমের বৃদ্ধিও কম হয়। তবে মুখে যে কোনও ওয়্যাক্স ব্যবহার করা যায় না। কেনার সময় দেখে নিতে হবে, সেটা যেন অবশ্যই "ফেসিয়াল সফট ওয়্যাক্স" হয়। স্পর্শকাতর ত্বক হলে অ্যালো ভেরা যুক্ত ওয়্যাক্স ব্যবহার করা যায়। ওয়্যাক্স করার অভিজ্ঞতা না থাকলে, ওয়্যাক্স স্ট্রিপ কেনা ভাল। এতে ঝক্কি কম। শুধু ব্যবহারের আগে হাতের তালুতে অল্প ঘষে গরম করে নিতে হয়।

জীবনযাত্রার মান যখন উন্নত হয়, তখন সেই শহরের উন্নয়নও দ্রুত হয় : প্রধানমন্ত্রী

পুণে, ১ আগস্ট (হি.স.): আমাদের সরকার শহরে বসবাসরত, বিশেষত মধ্যবিত্তদের, পেশাদারদের জীবনযাত্রার মান্নোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, জীবনযাত্রার মান যখন উন্নত হয়, তখন সেই শহরের উন্নয়নও দ্রুত হয়। আমাদের সরকার পুণের মতো শহরে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ক্রমাগত কাজ করছে। মঙ্গলবার পুণের শিবাজী নগর পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে পুণে মেট্রোর ফেজ ওয়ান-এর দু"টি করিডোরের সম্পূর্ণ অংশে পরিষেবার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শহরে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রধান উল্লেখযোগ্য কারণগুলির মধ্যে একটি হল পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। একটা সময় ছিল যখন উন্নত দেশগুলির শহরগুলিও পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রশংসিত হতো; এখন আমরা ভারতের শহরগুলির জন্য এটি নিশ্চিত করছি।' মোদীর কথায়, 'আমরা যদি ভারতের শহরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে চাই, তাহলে আমাদের গণপরিবহনকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। সেই কারণেই এখন ভারতের শহরগুলিতে মেট্রো নেটওয়ার্ক ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। নতুন ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে, লাল বাতির সংখ্যা কমানোর ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।'

ছাতারপুরে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে পুড়ে ছাই বাড়ি, জখম এক মহিলা

ছাতারপুর,১ আগস্ট (হি.স.): ছাতারপুরের হরপালপুর থানা এলাকায় মঙ্গলবার সকালে রান্না করার সময় সিলিন্ডার লিক করে আগুন লেগে যায়। আগুন লেগে মালপত্রসহ মাটির বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।এই ঘটনা ঘটায় আগুনে পুড়ে এক মহিলাও জখম হন। গ্রামবাসীদের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লাহদরা গ্রামের বাসিন্দা উত্তম সিংয়ের স্ত্রী বিনীতা মঙ্গলবার সকালে গ্যাসে রান্না বসান। তারপরেই হঠাৎ গ্যাস লিক হয়ে গিয়ে সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। আগুন এক ভয়ঙ্কর রূপ নেয় যে আগুনের কবলে পড়ে কাঁচা একটি মাটির বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অন্যদিকে, আগুনের গ্রাসে এসে এক মহিলাও জখম হন। বিনীতার এক হাত খুব খারাপভাবে পুড়ে যায়। বাড়ি থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন তাদের বাড়িতে এসে ভিড় জমায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে গ্রামের সহায়ক কুলবন্ত সিং তোমর ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির শিশুদের ও অন্যান্য লোকজনদের বাড়ি থেকে বের করে নিরাপদ স্থানে সরান। এরপর আগুন লেগে যাওয়া সিলিন্ডারে বালি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ঘর থেকে সিলিন্ডারটি বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। গ্রামের বাসিন্দারা মোটর পাম্প চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আনতে বাড়ির সব জিনিষপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আগুন লেগে লক্ষাধিক টাকার মালপত্র নষ্ট হয়েছে।

টি-২০ দল ঘোষণা করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

মুম্বই, ১ আগস্ট (হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার শক্তিশালী টি-২০ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৫ সদস্যের দলে রয়েছেন কয়েকজন টি-২০ স্পেশালিস্ট ক্রিকেটার, যাঁরা মেন ইন ব্লু-র মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। ৫ ম্যাচের টি ২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে ৩ আগস্ট থেকে। এই সিরিজের জন্য ৫ নামী ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে। রোভম্যান পাওয়েলের নেতৃত্বে শিমরন হেটমায়ার এবং ওশানে থমাসের প্রত্যাবর্তন হয়েছে। ২৬ বছরের হেটমায়ার একবছর পর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবেন।

আর ওশানে থমাস ১৯ মাস পর আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলবেন। এদিকে মেজর লিগ ক্রিকেটের কারণে জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন নিকোলাস পুরান। এমআই নিউইয়র্ক টিমকে এমএলসির প্রথম সংস্করণের চ্যাম্পিয়ন করেছেন পুরান। ফাইনালে খেলেছেন বিধ্বংসী শতরানের ইনিংস। ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ফিরছেন তিনি। এছাড়া ওডিআই ক্যাপ্টেন শেই হোপ ফিরেছেন টি-২০ সিরিজে। এছাড়া টি ২০ সিরিজে ফিরেছেন জেসন হোল্ডার, ওডিয়ান স্মিথ, ওবেদ ম্যাককয়, জনসন চার্লস।

কাশ্মীরের ৫টি জেলার ১১টি স্থানে সিআইকে-র অভিযান

শ্রীনগর, ১ আগস্ট (হি.স.): কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কাশ্মীর(সিআইকে) কাশ্মীরের বান্দিপোড়া, শ্রীনগর, শোপিয়ান, অনন্তনাগ এবং পুলওয়ামায় জেলায় আজ অভিযান চালায়।

জেলার ১১টি স্থানে এই অভিযান চালায় কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কাশ্মীর(সিআইকে)। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কাশ্মীর এর আগে এই সংক্রান্ত একটি এফআইআর নথিভুক্ত করে, তার ভিত্তিতেই আজকে সিআইকে কাশ্মীরের এই স্থানগুলিতে অভিযান চালায়। বর্তমানে এইসব স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে কাশ্মীর পুলিশ। তদন্ত শেষ হলেই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অসংবেদনশীল : কে সি বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যসভার সাংসদ ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেণুগোপাল বলেছেন, 'এই সরকার মণিপুর ইস্যুতে সম্পূর্ণ সংবেদনশীল, প্রধানমন্ত্রী মোদী ৫ সেকেন্ডের জন্যও সংসদে আসছেন না।

আমরা এখানে ভারতের জনগণের জন্য আওয়াজ তুলতে এসেছি এবং আমরা তা চালিয়ে যাব।'

প্রসঙ্গত, সংসদের স্বাভাবিক কাজকর্ম মঙ্গলবারও ব্যাহত হয়েছে। মণিপুর ইস্যুতে "ইন্ডিয়া" জোটের সাংসদদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে মঙ্গলবার দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। দিল্লি সার্ভিস বিল প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন বেণুগোপাল। তিনি বলেছেন, 'দিল্লি পরিষেবা বিল সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক, আমরা এ সবের বিরোধিতা করব।'

বরপেটা জেলায় জাপানিজ এনসেফেলাইটিস ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব

বরপেটা (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : বরপেটা জেলায় বাড়ছে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস ও ডেঙ্গু-আক্রান্তের সংখ্যা। সর্বশেষ খবর, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস এবং ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে নয় (৯) এবং ১২, মোট ২১। তবে এর মধ্যে আশার খবর, বরপেটায় জাপানিজ এনসেফেলাইটিস বা ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে কারোর প্রাণহানী হয়নি।

বরপেটা জেলায় বাহকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা প্রকল্পের আধিকারিক জানান, গত বছরের তুলনায় এবার এই দুই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কম। এমন-কি এ বছর বরপেটায় একজনও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হননি। তিনি জানান, জাপানিজ এনসেফেলাইটিস বা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিমধ্যে শতাধিক স্থানে ফগিঙের (মশানাশক ধোঁয়া) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ওষুধযুক্ত মশারি, সচেতনতা অভিযান, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নিয়েছেন তাঁরা, জানান বাহকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা প্রকল্পের আধিকারিক।

এদিকে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস ছাড়াও ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বরপেটা জেলা বাহকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা প্রকল্প-আধিকারিক জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে জেলার পুরসভা ও টাউন কমিটিগুলিকে ফগিং মেশিন কিনে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

উত্তরাখণ্ডে ৫ আগস্ট পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি, ৩টি সীমান্ত সড়ক সহ ১৬০টি সড়ক অবরুদ্ধ

দেহরাদুন, ১ আগস্ট (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে লাগাতার বৃষ্টির কারণে মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতর আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। বৃষ্টিতে ভূমিধসের ফলে রাজ্যে তিনটি সীমান্ত সড়ক সহ ১৬০টি সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেই রাস্তাগুলি খোলার কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে।

মঙ্গলবার সকালে দেহরাদুন প্রদেশের বেশ কিছু জায়গায় হালকা রোদ উঠেছে। যদিও আকাশে কিছু মেঘ জমে রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের জারি করা নির্দেশ থেকে জানা গিয়েছে, ৫ আগস্ট পর্যন্ত সব জেলায় ভারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই কারণে ভারি বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যু সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় কয়েকটি জায়গায় ভূমিধস এবং পাথর পড়ার কারণে সড়ক ও মহাসড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতরের নির্দেশক বিক্রম সিং জানিয়েছেন, আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পুরো প্রদেশে ভালো বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে জুন-জুলাই দুই মাসে ৭০৫.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। যেটা স্বাভাবিকের থেকে ১৯ শতাংশ বেশি। দেহরাদুনে ১০৯৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫০ শতাংশ বেশি।

সিদ্ধান্ত বদল, বিষ্ণুপুর যেতে যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে লাগবে না প্রবেশ কর

বাঁকুড়া, ১ আগস্ট (হি. স.) : আন্দোলনের মুখে পড়ে যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে প্রবেশকরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল বিষ্ণুপুর পৌরসভা। তবে লাগু থাকছে পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্র। বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে স্থির হয়েছে যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে কোনও প্রবেশকর নেওয়া হবে না। তবে পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ঘোষণা মতোই নেওয়া হবে প্রবেশকর।

সম্প্রতি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পৌরসভা সিদ্ধান্ত নেয় বিষ্ণুপুর শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী হোক বা পণ্যবাহী গাড়ি সবক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট হারে প্রবেশ কর দিতে হবে পৌরসভাকে। ছোট চার চাকা গাড়ির ক্ষেত্রে ৩০ টাকা, ট্রাক্টর ও মাঝারি গাড়ির ক্ষেত্রে ৫০ টাকা এবং বাস সহ বড় গাড়ির ক্ষেত্রে ১০০ টাকা প্রবেশ কর ধার্য্য করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ১ আগস্ট থেকেই এই কর সংগ্রহ করবে বিষ্ণুপুর পৌরসভা। বিষয়টি জানাজানি হতেই বিষ্ণুপুর জুড়ে আছড়ে পড়ে আন্দোলনের ঢেউ। প্রতিবাদে সরব হন বিষ্ণুপুর শহরের মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। রাস্তায় নেমে শুরু হয় আন্দোলনও। আর সেই আন্দোলনের জেরে অবশেষে সিদ্ধান্ত বদলে বাধ্য হয় বিষ্ণুপুর পৌরসভা।

স্বস্তি পেল বিহার সরকার, জাতিগত সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আর্জি খারিজ করল পাটনা হাইকোর্ট

পাটনা, ১ আগস্ট (হি.স): বিহার সরকারকে স্বস্তি দিল পাটনা হাইকোর্ট। জাতিগত সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আর্জি মঙ্গলবার খারিজ করে দিয়েছে পাটনা হাইকোর্ট। পাটনা হাইকোর্টের রায়ের পর আইনজীবী দিনু কুমার বলেছেন 'বিহার সরকারের জাতিগত সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে পাটনা হাইকোর্ট। তিনি এই রাজ্যের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন।' উল্লেখ্য, গত ৭ জানুয়ারি বিহারে জাতিগত সমীক্ষা শুরু হয়। দুই পর্যায়ে এই সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে গত ৭ থেকে ২১ জানুয়ারি সমীক্ষা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল গত ১৫ এপ্রিল থেকে। ১৫ মে পর্যন্ত চলত দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীক্ষার কাজ।

চালসা চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

চালসা, ১ আগস্ট (হি. স.) : মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা খাঁচা থেকে চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান। কাছে গিয়ে দেখেন, একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ খাঁচায় বন্দি হয়ে ছোটাছুটি করছে। এ খবর চাউর হতেই বহু মানুষ ভিড় করেন এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বনদফতরের খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে খাঁচা সহ লেপার্ডটিকে নিয়ে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায়ই সন্ধ্যার পর বাতাবাড়ি চা বাগান থেকে শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়ছিল একটি চিতাবাঘ। ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ছাগল, কুকুর। আতঙ্কে এলাকার লোকজন সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বের হচ্ছিলেন না।এরপর বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে চিতাবাঘ ধরতে বনদফতরের কাছে খাঁচা বসানোর আবেদন জানানো হয়। ২৪ জুলাই বাগানের ফাইভ বি সেকশনে খাঁচা পাতা হয়। সাত দিন পর মঙ্গলবার ওই খাঁচায় বন্দি হয় চিতাবাঘটি। এতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন শ্রমিকরা। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, চিতাবাঘটি পুরুষ এবং পূর্ণবয়স্ক। সেটিকে গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু বীরভূমের দুই শ্রমিকের

বীরভূম, ১ আগস্ট (হি. স.) : ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হল বীরভূমের দুই শ্রমিকের। মৃতদের নাম আফিউদ্দিন সেখ ও ছোটু সেখ। তাঁদের বাড়ি বীরভূমের পাইকর থানার লক্ষ্মীডাঙ্গা গ্রামে। তাঁরা মুম্বইয়ের কান্দিভ্যালি এলাকায় একটি নির্মীয়মান বহুতলে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। সোমবার বিকেলে মুম্বইয়ের একটি বহুতলের সতেরো তলায় কাজ করছিলেন। সেই সময় মাচান ভেঙে গিয়ে দু'জনেই মাটিতে পড়ে যান। ওত উঁচু থেকে আছড়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। সোমবার রাতে মৃত দুই শ্রমিকের পাইকরের বাড়িতে খবর আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মৃতদের পরিবারের সদস্যরা দেহ আনতে মুম্বই পাড়ি দিয়েছেন।

দিল্লির গণতন্ত্রকে বাবুতন্ত্রে পরিবর্তন করবে অধ্যাদেশ : রাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি সরকারের এনসিটি (সংশোধনী) বিলের তীব্র সমালোচনা করলেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তাঁর মতে, দিল্লির গণতন্ত্রকে বাবুতন্ত্রে পরিবর্তন করবে এই অধ্যাদেশ। সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাঘব চাড্ডা বলেছেন, 'নির্বাচিত সরকারের সমস্ত ক্ষমতা তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং বিজেপি নিযুক্ত উপ-রাজ্যপালকে ক্ষমতা দেওয়া হবে। এই বিল দেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক, এমনটা করা হচ্ছে কারণ আপ এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সাফল্য দেখতে পাচ্ছে না বিজেপি।'

রাঘব চাড্ডার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, 'আমরা সংবিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যথাযথভাবে এই বিলটি (দিল্লি অধ্যাদেশ) গঠন করেছে। সমগ্র দেশ প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপিকে সমর্থন করেছে এবং ভারত সরকারও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দলের বোঝা উচিত যে এটি একটি নির্বাচিত সরকার।'

ইউপিএ শাসনকালে দেশ অধঃপতনের সম্মুখীন হয়েছিল, দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল : অর্জুন রাম মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): পূর্বতন ইউপিএ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি বলেছেন, 'ইউপিএ শাসনকালে দেশ অধঃ পতনের সম্মুখীন হয়েছিল, দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল।' মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল ইউপিএ শাসনকালে, আর তাই দেশ অধঃ পতনের সম্মুখীন হয়েছিল, দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল।'

প্রসঙ্গত, এনডিএ সাংসদদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'ইউপিএ-র মতো স্বার্থপর নয় এনডিএ, এনডিএ মানে ত্যাগ, ইউপিএ মানে স্বার্থপরতা।' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ফুঁসছে কংগ্রেস শিবির। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'তাহলে এতে ভুল কী।'

কোভিড-সংক্রমণ পৌঁছল আরও তলানিতে; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ২৯ জন, নতুন করে মৃত্যু হয়নি

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন।

সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ২৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১, ৪৭৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,২৭৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৩৩,৫২০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি, চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে পাল্টা 'এনকাউন্টারে' নিহত দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী

চেন্নাই, ১ আগস্ট (হি.স.): তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে পুলিশের সঙ্গে 'এনকাউন্টারে' নিহত হয়েছে দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী। কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছে আরও দুই দুষ্কৃতী। মৃত দুই দুষ্কৃতী হল- রমেশ (৩৫) এবং ছোটা বিনোদ (৩২)। পুলিশ জানিয়েছে, 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিল ছোটা বিনোদ এবং রমেশ। বিনোদের বিরুদ্ধে ১৬টি খুন, ১০টি খুনের চেষ্টা, ১০টি ডাকাতি-সহ ৫০টি মামলা ঝুলছে। রমেশের বিরুদ্ধে ২০টি মামলা ঝুলছে। বাকি দুই দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মঙ্গলবার ভোররাতে চেন্নাইয়ের উপন্ত্রে গুরুভানচেরি এলাকায় পুলিশ ইনস্পেক্টর মুরুগাসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল। ভোররাত তখন ৩.৩০ মিনিট হবে, সেই সময় একটি এসইউভিতে করে চার দুষ্কৃতী দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা করেন ইনস্পেক্টর মুরুগাসেন। তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু কোনও রকমে নিজেকে সরিয়ে নেন মুরুগাসেন। দুষ্কৃতীদের গাড়িটি এর পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করানো পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মারে।

বেগতিক দেখে দুষ্কৃতীরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামেন। তার পর পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে থাকেন। তাঁদের মধ্যে এক জন ইনস্পেক্টর মুরুগাসেন এবং সাব-ইনস্পেক্টর শিবা গুরুনাথনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। শুধু তাই-ই নয়, সাব-ইনস্পেক্টরের মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করতেই তিনি পড়ে যান। নিজেদের বাঁচাতে পাল্টা গুলি চালান ইনস্পেক্টর এবং সাব-ইনস্পেক্টর দু'জনেই। তাঁদের গুলিতে আহত হন রমেশ এবং বিনোদ। তবে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায় আরও দুই দুষ্কৃতী। রমেশ এবং বিনোদকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে সাব-ইনসস্পেক্টর গুরুনাথনকেও।

রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উত্তেজনা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে

বালুরঘাট, ১ আগস্ট (হি. স.) : রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠল। সোমবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে।

পরিবারের দাবি, রোগীর অবস্থা খারাপ তা বারবার জানানো হয়েছিল। কিন্তু সে কথা গ্রাহ্যই করেননি কর্তব্যরতরা। তাতেই ৬৫ বছর বয়সি বাসন্তী মহন্ত মারা যান বলে পরিবারের দাবি। এরপরই রাতে হাসপাতালে ভিড় জমান রোগীর আত্মীয়রা। অভিযোগ, ডাক্তার, নার্সদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা।

পরে খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গাফিলতির অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের দিওর গ্রামপঞ্চায়েতের দিলপছন্নর বাসিন্দা ছিলেন বাসন্তী মহন্ত। রবিবার বিকেলে জ্বর নিয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। পরিবারের দাবি, সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ মারা যান বাসন্তীদেবী। তবে আগে থেকেই শরীর যে খারাপ হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছিল। খারাপ অবস্থার কথা সেখানে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের জানানোও হয়। কিন্তু সে কথা কেউ আমলই দেননি বলে অভিযোগ পরিবারের।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশন হচ্ছে, বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১ আগস্ট (হি.স): বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশনের রূপরেখা প্রস্তুত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি পেলে খুব শিগগিরই সেটি সংসদে উঠবে। আইনমন্ত্রী বলেন, কমিশনের কাজ প্রতিহিংসামূলক হবে না, ভবিষ্যতে কেউ যেন প্রশ্ন তুলতে না পারে।মঙ্গলবার (১ আগস্ট) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে খ্যাতিমান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুলের লেখা 'পনেরো আগস্টের নেপথ্য কুশীলব' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।আনিসুল হক আরও বলেন, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে বদলে দেওয়ার জন্য যে কলঙ্কিত চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল, যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল, তার সঙ্গে কারা কারা জড়িত ছিল, সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোই হবে কমিশনের উদ্দেশ্য। কানাডায় পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনি নুর হোসেনকে ফেরত না দিলে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রশ্নবিদ্ধ হবে। যুক্তরাষ্ট্রে পলাতক বঙ্গবন্ধু খুনি রাশেদকে ফেরত আনা হবে বলে জানান আইনমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ প্রমুখ।

অসমে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার থেকে অসমে চালু হয়ে গেছে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। এর ফলে বদলে গেছে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী এখন থেকে তিন বছরের পরিবর্তে চার বছরে সম্পন্ন হবে স্নাতক পাঠ্যক্রম।নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী এখন থেকে স্নাতকের তৃতীয় ষাণ্মাসিক থেকে অনুষ্ঠিত হবে মেজর বিষয়ের পরীক্ষা। চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কলেজগুলিতে চলছে ভর্তি প্রক্রিয়া। স্নাতকের যে কোনও শিক্ষার্থী স্বইচ্ছায় প্রথমবারের জন্য দু বছরে লাভ করবেন ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট, তিন বছরে স্নাতক পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করতে চাইলে লাভ করবেন ডিগ্রি সার্টিফিকেট। চতুর্থ বছরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী লাভ করবেন ডিগ্রির পাশাপাশি মেজর বিষয়ের সার্টিফিকেট।চার বছরের মধ্যে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী স্নাতক পাঠ্যক্রম অসম্পূর্ণ রাখলে, পরবর্তীতে তাঁরা তা সম্পন্ন করতে পারবেন, এই ব্যবস্থাও রয়েছে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে। তাছাড়া প্রথমবারের জন্য স্নাতকের কলা শাখার যে কোনও শিক্ষার্থী পাশ কোর্স হিসেবে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী পাশ কোর্স হিসেবে কলা শাখার বিষয় নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতিতে।এই নতুন শিক্ষানীতি ছাত্রছাত্রীদের কেমন উপকৃত করছে, তা প্রথম ছয় মাস পর অনুষ্ঠেয় প্রথম ষাণ্মাসিকে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। এবার জাতীয় শিক্ষানীতির আধারে রাজ্য সরকার কর্তৃক তৈরি পোর্টালে চলছে ভর্তি প্রক্রিয়া। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগে জাতীয় নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, নবপ্রজন্মকে স্বইচ্ছায় এবং স্বকীয় উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে নিজ নিজ উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা রাখবে জাতীয় নয়া শিক্ষানীতি। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর বহু সভ্যতা কালের বুকে বিলীন হয়ে গেলেও ভারতীয় সনাতন সভ্যতা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে প্রবাহিত নদীর মতো বয়ে চলেছে এবং চলবেও। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি এই সভ্যতার শৈক্ষিক ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত মূল বিষয়াবলির সঙ্গে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চর্চা সন্নিবিষ্ট করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু আরও ১ জনের

বর্ধমান, ১ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানে করোনায় মৃত্যু হল আরও একজনের। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় তায়ুব শেখের (২৫)। বীরভূমের কীর্ণাহারের বাসিন্দা তিনি।জানা গিয়েছে, পড়ে গিয়ে আঘাত লাগে তায়ুবের। সেই কারণে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। এরপর ২৪ জুলাই বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। ২৮ তারিখ তিনি করোনা পরীক্ষা হলে তাঁর কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে।এই বিষয়ে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কৌস্তভ নায়েক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট ছিল। এনকেফেলাইটিসেও আক্রান্ত ছিলেন তিনি। অ্যান্টিজেন টেস্ট করানোর পর দেখা গেল করোনা পজেটিভ। আর্টিফিশিয়াল টেস্টে কোভিড পজিটিভ হলে তা সঠিক বলে মানা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, আর বেশ কয়েকজন কোভিড পজিটিভ রোগি হাসপাতালে ভর্তি আছেন।প্রসঙ্গত, রবিবার সন্ধ্যা ও সোমবার সকালে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দু'জন কোভিড আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আরও কয়েকজন করোনা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সরকারি উদ্যোগে প্রতিবন্ধী শিশুদের আধার কার্ড

বাঁকুড়া, ১ আগস্ট (হি. স.) : সরকারি উদ্যোগে আধার কার্ড এর ব্যবস্থা করা হল জেলার প্রায় ৪৫ জন প্রতিবন্ধী শিশুর।মঙ্গলবার বাঁকুড়ায় ১নং ব্লকের 'কর্মতীর্থে'শিশু দের আধার কার্ড তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। যে সমস্ত বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের নানা কারণে আধার কার্ড করানো সম্ভব হয়নি আজ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান 'বিকাশ'এর সহায়তায় এক বিশেষ শিবিরে তাদের আধার কার্ড তৈরী র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪৫জন শিশুদের নিয়ে তাদের অভিভাবক রা হাজির হন।-আধার কার্ডের প্রক্রিয়ায় এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করে অভিভাবকেরা জানান আধার কার্ড না হওয়ায় শিশুদের নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল।এবার সেই সমস্যা দূর হবে।

বারুইপুরে পুড়ে যাওয়া ব্যাগ তৈরীর কারখানায় ফরেনসিক দল

বারুইপুর, ১ আগস্ট (হি.স.): বারুইপুরের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কারখানায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গেলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদ দল। বারাইপুরের আকনায় অগ্নিকাণ্ডের পর পুড়ে যাওয়া কারখানায় মঙ্গলবার যান চার সদস্যর ফরেন্সিক দল। ফরেনসিক দলের আধিকারিকেরা বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে ও নমুনা সংগ্রহ করেন।শনিবার রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বারুইপুরের মল্লিকপুরে আকনায় প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কারখানা সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রায় ১৫ ঘন্টার ও বেশি সময় ধরে দমকলের ১৫ টি ইঞ্জিন এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট-সার্কিটের মাধ্যমেই এই কারখানায় আগুন আগুন লেগেছে। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল আধিকারিকদের।

ভূষিত মোদী

● **প্রথম পাতার পর** উপাধিও দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী নিজেই তাঁকে আধুনিক ভারতের নির্মাতা বলেছেন।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, "বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে, আমরা যদি কোনও রাস্তার নাম কোনও বিদেশি হানাদারের নাম থেকে বদলে কোনও প্রখ্যাত ভারতীয় ব্যক্তিত্বের নামে করি, তাতে কিছু মানুষ এ সবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করে।' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার প্রমুখ।

মঙ্গলবার সকালেই মহারাষ্ট্রের পুণে-তে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুণে সফরের শুরুতেই পুণের শ্রীমন্ত দাগদুশেঠ হালওয়াই মন্দিরে প্রার্থনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে পূজার্চনার পাশাপাশি আরতিও করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ব্যবসায়ী

● **প্রথম পাতার পর** পরে ব্যবসায়ী মনিময় দত্ত বিমান টিকিট নিয়ে এবং টাকা আদায়ের জন্য মতাই বি ও পি ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়। ক্যাম্পের সামনে গিয়ে বি এস এফ জওয়ানকে ফোন করে জানায় টিকিট নিয়ে যেতে এবং টাকা নিয়ে আসার জন্য। প্রতারক ব্যাক্তি টি জানায় ক্যাম্পের সামনে দুই মিনিট অপেক্ষা করার জন্য কিন্তু প্রায় ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও সেই ব্যাক্তির সন্ধ্যান পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পের সেন্টি কে জানায় এই বিষয়টি কিন্ত নাম শুনে সেন্টি জানায় সঞ্জিত হালদার নামে কোনো জওয়ান এই ক্যাম্পে নেই। এই শুনে মাথায় হাত ব্যবসায়ীর সাথে সাথে বি এস এফ এর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেওয়া হয় বিষয়টি। কিন্ত কোথাও এই ব্যাক্তির হদিস পাওয়া যায়নি,এই দিকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় ব্যবসায়ী মনিময় দত্ত বিলোনিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।বিলোনিয়া থানার বড় বাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন খোঁজ খবর চলছে, এখনো থানায় কেস এন্টি হয়নি বলে জানা যায়।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর** বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শাহাজান ইসলাম সরকারের সমালোচনা করে বলেন, গত কয়েকদিন আগে রাজ্য মন্ত্রিসভায় বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাজ্যের সমস্ত দপ্তরের নিয়োগের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক। কিন্তু তারপরেও পিডব্লিউডি এবং ডেন্টাল কলেজে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা হয়নি। যার ফলে বহিঃরাজ্যের ছেলে মেয়েদের আবারো রাজ্যের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ করে দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। পাশাপাশি যেসব দপ্তরে পি.আর.টি সি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেসব দপ্তরেও ভুয়া পিআরটিসি'র মাধ্যমে চাকুরীর জন্য আবেদন করছে বহির্রাজ্যের যুবকরা। তাই এ ধরনের প্রতারণা রাজ্যের যুবকদের সাথে না করে বঞ্চনার দূরীকরণের দাবি জানায় যুব কংগ্রেস। ভুয়ো আর টি সি বের করার জন্য যেসব আধিকারিক সহযোগিতা করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করারও দাবি জানান তিনি।

পরিবহনমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** পরিষেবা শুরু হবে। ঊনকোটি জেলার এই বিমানবন্দর ফের চালু হলে এখানের পর্যটন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হবে। পাশাপাশি ওই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিও হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** রেল স্টেশনের জন্য মোট ৯০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জওহরনগর, নালকাটা, সেকেরকোট, এস. কে. পাড়া প্রভৃতি রেল স্টেশনগুলিতে টিকিট ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, যাত্রী পরিষেবার ঘাটতি ও ডেমু ট্রেনগুলিতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব সম্পর্কে রেল আধিকারিকদের অবহিত করেন। রেল স্টেশনগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রেলওয়ে টানেলগুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়টি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রেলের মাধ্যমে মাদক দ্রব্য পাচারের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ জন্য রেলে যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী ও রাজ্য পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের প্রতিনিধি দলটি সচিবালয়ে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহার সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে

আগরতলা।। সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। সে লক্ষ্যে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক সহ সকলস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্যা সমাধানেও সরকার আন্তরিক। আজ আগরতলা গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কার্ল ল্যাণ্ডস্টেনার অডিটোরিয়ামে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কলেজ স্থাপিত হয়েছে আজ তাদেরকে মরণ করার দিন। তাদের অবদানকেও আজ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। রাজ্যের গর্ব এই মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে রাজ্য সহ বহির্রাজ্যের ছেলেমেয়েরাও এর সুফল পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। রাজ্যের বহু ছেলেমেয়ে দেশ বিদেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের ছেলেমেয়েরা এইমসেও পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে, যা রাজ্যের জন্য নিশ্চয়ই একটা ভালো দিক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্পেশালিটি, সুপার স্পেশালিটি পরিষেবাও চালু করেছে। জিবি হাসপাতাল ও আইজিএম হাসপাতালে রেফারেল রোগীর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলা হাসপাতালে দ্রত ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য ১০০টি নতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এরজন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৩০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের জন্য ১,৭৫৬ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা, ধলাই এবং গোমতী জেলার ব্ পুনর্বাসন এলাকায় ১১টি হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ১টি করে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করারও উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে মেরা হাসপাতাল পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টালটি ই-হাসপাতাল প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যা ক্যান্সার পীড়িত রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে সহায়ক হবে। এছাড়াও আগরতলা গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল সহ সমস্ত মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ই-রেডিওলজি এবং টেলি-রেডিওলজি পরিষেবা চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় চালু দেশের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় রাজ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ আয়ুমান কার্ড সুবিধাভোগীদের প্রদান করা হয়েছে। ২ লক্ষের উপর সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের সুযোগ লাভ করেছেন। আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় রাজ্যের যে সমস্ত পরিবার আওতাভুক্ত হতে পারেনি তাদের জন্য রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে ৫৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তাতে রাজ্যের অবশিষ্ট ৪.৭৫ লক্ষ পরিবার উপক'ত হবে। অনুষ্ঠানে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. শংকর চক্রবর্তী বলেন, ২০০৫ সালে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই কলেজের পথচলা শুরু হয়। বর্তমানে কলেজের আসন ও কোর্সের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেকগুলি সুপার স্পেশালিটি পরিষেবাও চালু হয়েছে। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বি'ান বিভাগের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর (ডা.) ভবতোষ বিশ্বাস বলেন, সীমিত সম্পদের মধ্যেও ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে দুটি মেডিক্যাল কলেজেই আসন সংখ্যা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। সেরকম পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপরও সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. হরপ্রসাদ শর্মা, ডা. সীব দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠান মে' এমবিবিএস প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ, ত'তীয় বর্ষ এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সফলতা পেয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীদের পুরস্ক'ত করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ তাদের হাতে ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ও ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

গুয়াহাটিতে 'নৃত্যাঙ্গহার'-এর উদ্যোগে সত্রিয়া সংগীত এবং নৃত্যানুষ্ঠান ৬ আগস্ট

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : অসমিয়া সংস্কৃতির অন্যতম সত্রিয়া সংগীত ও নৃত্যের এক ব্যাপক কার্যসূচি হাতে নিয়েছে 'নৃত্যাঙ্গহার'। সংগীত নাটক অকাদেমির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'নৃত্যাঙ্গহার'-এর উদ্যোগে আগামী ৬ আগস্ট গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে অবস্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের ড় বাণীকান্ত কাকতি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে 'লাবণ্য' (প্রথম সংস্করণ) শীর্ষক একক সত্রিয়া সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।এ তথ্য দিয়ে 'নৃত্যাঙ্গহার'-এর সভানেত্রী অনন্যা মহন্ত জানান, এ বছর ২০২৩ সালের 'লাবণ্য'-এর প্রথম সংস্করণে যুবশিল্পীরা পরিবেশন করবেন একক সংগীত ও নৃত্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন দিল্লিস্থিত 'সংগীত নাটক অকাদেমি'র অকাদেমি-রত্ন নৃত্যাচার্য যতীন গোস্বামী, শিক্ষাবিদ তথা নাট্য সমালোচক ড় পোনা মহন্ত এবং শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র সমাজ (এসএসকেএস)-এর সচিব সুদর্শন ঠাকুর। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকবেন 'সংগীত নাটক অকাদেমি'র গুয়াহাটিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রজেক্ট ডিরেক্টর ড় অরূপ বরদলৈ এবং 'সংগীত নাটক অকাদেমি'র যুব-পুরস্কারপ্রাপ্ত নরেনচন্দ্র বরুয়া।অনুষ্ঠেয় সত্রিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত তথ্য দিয়ে অনন্যা জানান, ওইদিন সন্ধ্যা ছয়টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরিণীতা গোস্বামী পরিবেশন করবেন 'বরগীত'। এর পর যথাক্রমে 'কালিয়া দমন' পরিবেশন করবেন বিশ্বাসী মহন্ত, স্বাগতা শর্মা পরিবেশন করবেন 'চালি নাচ' (কলাকটিয়া), 'সূত্রধারী' নৃত্য পরিবেশন করবেন তীর্থকুমার নাথ এবং তিনি নিজে (অনন্যা মহন্ত) অষ্ট নায়িকার 'কলহন্তরীতা নায়িকা'---র আধারে নৃত্য পরিবেশন করবেন। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন হিমাদ্রী শর্মা।রবিবারের (৬ আগস্ট) সত্রীয়া কলা-সংস্কৃতির সৌন্দর্য সাধনার অনুষ্ঠান উপভোগ করতে সকল সংস্কৃতিপ্রেমীকে আদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 'নৃত্যাঙ্গহার'-এর সভানেত্রী অনন্যা মহন্ত, সচিব বিশ্বাসী মহন্ত এবং কোষাধ্যক্ষ স্বাগতা শর্মা।

গভীর নিম্নচাপের জেরে রাজ্যে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা, বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুত নবান্ন

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশ হয়ে আজই দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে অতি গভীর নিম্নচাপ। তার প্রভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা গোটা রাজ্যে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। প্রবল বৃষ্টি হতে পারে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। ভারী বৃষ্টিতে বিপদ এড়াতে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করল নবান্ন। বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের জন্য। এমনকী, কলকাতা পুরসভাকেও সতর্ক করা হয়েছে।মঙ্গল ও বুধবার রাজ্যের ১৬ জেলায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এই অবস্থায় মঙ্গলবার নবান্নে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। ভারচুয়ালি জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার পাশাপাশি বিপদ মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রবল বর্ষণে যাতে কলকাতা জলবন্দি না হয় তাই পুরসভাকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোসাগরের নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে, মঙ্গল ও বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আজ দুপুরেই আঁধার নেমেছিল কলকাতা-সহ একাধিক জেলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলছে। প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতেও। বইবে দমকা হাওয়াও। গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে।বুধবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমানে। এই জেলাগুলিতে ৪৫-৫৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে নিম্নচাপ ক্রমশ সরবে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের দিকে। যার জেরে উপকূল সংলগ্ন এলাকায় হাওয়ার গতিবেগ বাড়বে। আর সেই কারণে মৎস্যজীবীদের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

দুর্নীতি করেই কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনেছেন নুসরত, অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : দুর্নীতি করেই কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনেছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ নুসরত জাহান। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে ২৪ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে নাম উঠে এসেছে তৃণমূলের তারকা সাংসদ নুসরত জাহানের।তার বিরুদ্ধে ইডির কাছে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। তারপর থেকেই এনিয়ে নানা জল্পনা উসকে উঠেছে। টলিউড নায়িকা তথা বসিরহাটের সাংসদের বিরুদ্ধে শঙ্কুদেব পণ্ডার অভিযোগ, কো-অপারেটিভ সিস্টেমের মাধ্যমে ফ্ল্যাট কেনার জন্য মেসার্স সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিকে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার করে টাকা দেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, ওই সময় ওই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন বর্তমান তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। এই সংস্থাটি ওড়িশার বলে জানা গিয়েছে। প্রতারিতদের অভিযোগ, তাঁদের বলা হয়েছিল পরবর্তী চার বছরের মধ্যে ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়া হবে। তবে ২০১৮ সালের পরও ফ্ল্যাট পাননি তাঁরা। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন। পরে আদালতের নির্দেশেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। যদিও প্রতারিতদের আরও দাবি, মোট ৪২৯ জনের কাছ থেকে যে টাকা ওই কোম্পানির অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল, তার থেকেই ওই কোম্পানির ডিরেক্টররা ব্যক্তিগত ফ্ল্যাট কেনেন। যার মধ্যে নুসরত জাহানও রয়েছেন।এবিষয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, বয়স্ক অনেকে তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেকারণেই তিনি শঙ্কুদেবকে ইডির-র কাছে পাঠিয়ে নুসরতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। প্রবীণ মানুষদের টাকা দিয়েই নুসরত ফ্ল্যাট কিনেছে বলে দাবি তাঁর। এবিষয়ে নুসরতক জানিয়েছেনপুরো বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তাই এখনই এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না তিনি।

বিজেপির ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরাতে উদ্যোগ বিজেপি নেতৃত্বর

বারুইপুর, ১ আগস্ট (হি. স.) : ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে ঘর ছাড়া ছিলেন বিজেপি প্রার্থী। আশ্রয় নিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে। বারে বারে পুলিশ প্রশাসনকে জানালেও তাঁরা ওই বিজেপি প্রার্থীকে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার কোন উদ্যোগ দেখাননি। আর তাই মঙ্গলবার বিকেলে বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল বারুইপুর থানায় কনকি হালদার নামে ওই প্রার্থীকে সাথে করে নিয়ে যান তিনি। এরপর পুলিশ আধিকারিকদের সাথে কথা বলার পর পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়েই কনকি ও তাঁর পরিবারকে বাড়িতে তুলে দিয়ে আসেন প্রিয়াঙ্কা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের দাবি, স্থানীয় বিদ্যাধরী পল্লীর ৯৮ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী কনকী হাওলাদার ভোটের ফল বার হওয়ার পর থেকেই ক্রমাগত তৃণমূলের হুমকির শিকার হচ্ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার পরিবারকে নিয়ে ঘরছাড়া হন। হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরেই বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল নিজেই মঙ্গলবার দুপুরে বারুইপুর থানায় আসেন বিজেপি প্রার্থীর পরিবারকে নিয়ে। পুলিশ স্কট করে তাকে বেলেগাছিতে নিজের বাড়িতে দিয়ে আসতে যাচ্ছেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। বিজেপি নেতৃত্বের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ বিজেপি কর্মীরা।

াঙ্গন

ত্রিপুরাবাসীর জনপ্রীয় মন্ত্রীর হাতধরে শুভসূচনা করাহলো ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। অন্যান্যবছরের ন্যায় এইবছর শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়মাঠে দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্দ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করাহয়। ফুটবলে কিক মেরে আজকের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করলেন সমগ্র ত্রিপুরা বাসীর জনপ্রীয় মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া। আজকের এই উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, পূর্ত দপ্তরেরএক্সিউটিভ তাপস মারাক, পূর্ত দপ্তরের এস ডি ও প্রবীর বরন দাস সহ অন্যান্যরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতে গিয়ে মন্ত্রী জানান সকলের শারিরিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে খেলাধূলা গুরুত্ব অনেক। খেলাধূলার মাধ্যমে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনকরাসম্ভব। রাজ্যের জনপ্রীয় মুখ্যমন্ত্রী চাইছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সারাদিয়ে সকলে খেলাধূলায় এগিয়ে আসার জন্য বিশেষ আহববান জানান মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। আজকের দিনে মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহনকারী খেলোয়ারদের উৎসাহ বেড়েযায়।

EDUCATIONAL NOTIFICATION FOR ADMISSION IN M.PHARM (PHARMACEUTICS) COURSE IN RIPSAT TROUGH GPAT, 2023

Applications are invited from the GPAT qualified students of Tripura for admission in 06 (six) number of seats in Master of Pharmacy (Pharmaceutics) course for the academic year 2023-24 in 'Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology' (RIPSAT), Abhoynagar, Agartala, Tripura.

Sl. No.	Pharmacy Course with Specialization	Number of seats	Category		
			UR	ST	SC
1.	Master of Pharmacy, Pharmaceutics.	06 (Six)	03	02	01

The application form for eligible candidate shall contain the following particulars
The name of the candidates
Fathers Name/ Husbands name
Present address/Permanent Address Category
Madhyamik Admit Card- denoting date of Birth of the candidate.
Qualification certificate/ B.Pharm Mark sheet / GPAT Score Card
B.Pharm certificate.
PRTC of Tripura
The filled up application with copies of relevant documents as prescribed in the particulars stated above must reach' this Directorate on or before 04:00 P.M of 10% August, 2023.
In case of tie-breaking, GPAT, 2023 guidelines will be followed.

ICA/D-687/23

(Prof. (Dr.) H. . Sarma)
In Charge, Director of Medical Education
Govt. of Tripura

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO : e-PT-10/EE/RD/KGT/DIV/2023-24 Dt. 31/07/23

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 2108/2023 for 03 nos. work). For details visit website https:/tripuratenders.cov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail- eenikat@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1669/23

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

Notice inviting e- tender
PNIe-T- 22/EE/RD/BSGD/SP.J/2023-24/ 2014 dt.31/07/2023

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES /CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 14/08/2023 for Construction of Library at Uttar Kalyadhepa High School under Bishalgarh RD Block within Sepahijala District. (PWD SoR 2017).
Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: 07.08.2023 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Bidakar shil)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-1667/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No. 08/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2023-24

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura on behalf of @#@™"Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. Name of work: Periodical Renewal of road KMA road to Chandannagar of length 2.00 Km during the year 2023-24/SH: - Patch metalling, grouting, carpeting, sand seal coat etc.
Estimated Cost: Rs/- 44, 44,384.00.00
Bid Fee: Rs/- 1,000.00
Name of work: Periodical Renewal of road Bamancherra to Mahabir Tea garden during the year 2023-24/SH: - Patch metalling, grouting, carpeting, sand seal coat etc.
Estimated Cost: = Rs/- 40, 81,031.00
Bid Fee: = Rs/- 1,000.00
3. Last date & time for online Bidding: 21/08/2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1661/23

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai District, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No:-07/PNIe-T/EE/WRD-IV/BLN/2023-24 Dt. 24-07-2023

The Executive Engineer , W.R Division No-IV , Belonia invites tender on behalf of the Govornor of Tripura in seprate sealed cover for separate tender in PWD Format F-7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/RLYS/CPWD/TTAADC having experience similar nature of work up to 3.00 p.m on 18-08-2023 for the following works. The tender can be uplowded in website https://tripuratenders.gov.in. up to 3.00 p.m on 18-08-2023.

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	2	3	4	5
1	DNIe-T NO:- 24/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2023-24	₹ 7,47,450.00	₹ 14,949.00	06 (Six) Months
2	DNIe-T NO:- 25/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2023-24	₹ 10,36,873.00	₹ 20,737.00	03 (Three) Months
3	DNIe-T NO:- 26/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2023-24	₹ 7,72,914.90	₹ 20,737.00	03 (Three) Months
4	DNIe-T NO:- 27/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2023-24	₹ 11,29,092.00	₹ 22,582.00	06 (Six) Months
5	DNIe-T NO:- 28/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2023-24	₹ 12,91,227.00	₹ 25,825.00	06 (Six) Months
6	DNIe-T NO:- 29/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2023-24	₹ 14,84,234.00	₹ 29,685.00	03 (Three) Months

Details of the related PNIe-T & DNIe-T can be seen office of the undersigned or in the Website https://tripuratenders.gov.in. up to 3.00 p.m on 18-08-2023. Payment will be made on available of Fund.

For & on Behalf of the Governor of Tripura

24.07.2

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

ICA/C-1658/23

টিসিএ-র ঝামেলা গড়ালো হাইকোর্টে আজ দুপুরে মীমাংসার হাতছানি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি বিচারাধীন। তাও উচ্চ আদালতের এজলাসে। মোটকথা, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে দুই গোষ্ঠীর ঝামেলার জল গড়ালো উচ্চ আদালত পর্যন্ত। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অচলাবস্থা কাটাতে আদালত আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার সকল পক্ষকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল অর্থাৎ ৩১ জুলাই ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যদের একজন উচ্চ আদালতে মামলা করেছিলেন। তাতে বক্তব্য ছিল এখন টিসিএ-র মধ্যে পরিচালক মন্ডলীর মধ্যে একটা গন্ডগোল চলছে। অফিস চালানো যাচ্ছে না। রাজ্য ক্রিকেটের বিস্তর ক্ষতি হতে শুরু হয়েছে। সেই অবস্থাতে উচ্চ আদালত যেন বিষয়টি দেখে, অথবা রাজ্য সরকার বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুক। অথবা 'সিট' বসিয়ে তদন্ত করা হোক। এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট বসানো নিয়ে ব্যয়িত অর্থ সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার কথাও উঠেছিল। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সংবিধান সংশোধন করে পুনরায় নির্বাচন করিয়ে পরিচালন কমিটি পুনর্গঠন করার জন্য আপিল ছিল। এখানে টিসিএ-র প্রত্যেকের বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট সবাইকে পার্টি করা হয়েছিল। অ্যাডভোকেট শংকর লোধ সওয়াল করেছেন মুখ্যত ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি এবং ট্রেজারারের পক্ষে। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ছিল, 'আমাকে দিয়ে দাও, আমি যুগ্ম সম্পাদককে একটিং সেক্রেটারি করে চালিয়ে নেব পুরো টিসিএ-কে।' এডভোকেট শংকর লোধ সওয়াল দিয়েছেন যে, 'না, সেটা হতে পারে না। উনারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হঠাৎ করে কেউ এসে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরিয়ে এক বা দুইজনের হাতে দায়িত্ব চলে আসবে, সেটা হতে পারে না।' তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সবাই মিলে কাজ করুক। আদালত যেন সে ধরনেরই পরামর্শ দেয়। শংকর বাবু বলেছেন, উচ্চ আদালত যেন বিষয়টা হস্তক্ষেপ করে, সমাধান করে দেয়। সবশেষে সকলের প্রস্তাব এবং আপিল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে সকলকে বিশেষ করে টিসি এর পরিচালন কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে আগামীকাল বেলা সাড়ে বারোটায় আদালতে সশরীরে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ট্রেজারার তথা

মনিশংকরের ৫ উইকেট : পশ্চিমাঞ্চলকে হারিয়ে দেওধরের ফাইনালে পূর্বাঞ্চল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। মনিশংকরের টিম পূর্বাঞ্চল দেওধর ট্রফির ফাইনালে খেলবে। প্রতিপক্ষ ফের দক্ষিণাঞ্চল। খেলা আগামী ৩ আগস্ট। খেলা হবে পুদুচেরিতে। প্রফেসর ডি বি দেওধর ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ। ছয় দলীয় লিগ পর্যায়ের খেলা আজ শেষ হয়েছে। পূর্বাঞ্চল লীগ পর্যায়ে পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জয় ছিনিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চল ফাইনালে খেলা আগেই নিশ্চিত করে নিয়েছে টানা চার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার সুবাদে। আজ, মঙ্গলবারের খেলায় বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ভাইটাল ম্যাচে পূর্বাঞ্চল ১৫৭ রানের বড় ব্যবধানে পশ্চিমাঞ্চলকে পরাজিত করে ফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করেছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে পূর্বাঞ্চল নির্ধারিত ৫০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৩১৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পশ্চিমাঞ্চল ৩৪ ওভার খেলে ১৬২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী পূর্বাঞ্চলের পক্ষে রিয়ান পরাগের অপরাজিত ১০২ রান এবং উৎকর্ষ সিংয়ের ৫০ রান সঙ্গে বিরাট সিংহের ৪২ রান এবং ওপেনার এ. আর ঈশ্বরনের ৩৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। তবে উইকেট রক্ষক কুমার কোষাগ্র-এর ৫৩ রান বড় স্কোরের ব্যাপারে বেশ ভূমিকা রেখেছে বলা চলে। পশ্চিমাঞ্চলের বোলার সেমস মুলানি ৪৫ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলের ওপেনার তথা উইকেট রক্ষক দেশাই সর্বাধিক ৯২ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

মনি শংকর মুরাসিং আজও বোলিংয়ের চমক দেখিয়েছে এক কথায় মনি শংকর মুরাসিং-এর কাছেই পশ্চিমাঞ্চল হেরে কুপোকাত হয়েছে। মনি শংকর আঠাশ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে পুরো পশ্চিমাঞ্চলকে থেঁতো করে দেয়। এককথায় মনিশংকরের কাধে ভর করেই পূর্বাঞ্চল মূলত: পশ্চিমাঞ্চলকে হারাতে পেরেছে এবং ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। দিনের অপার খেলায় উত্তরাঞ্চল ৯ উইকেটের ব্যবধানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করেছে। যদিও এই ম্যাচটি মূলতঃ নিয়ম রক্ষার ম্যাচ ছিল। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের খেলা তখনও হচ্ছিল।

মহিলা ফুটবল সুপার লিগের ভাইটাল ম্যাচে আজ স্পোর্টস স্কুল-ফুলো ঝানু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে আগামীকাল কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাইছে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে লড়াই করে পরাজিত হওয়ায় খেতাবের দৌড় থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে সুজিত ঘোষের দল। বুধবার ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে পরাজিত হলে ছিটকে যাবে খেতাবের দৌড় থেকে। তা ভালো করেই জানেন দিপালী হালাম-রা। তাই আজ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে হারিয়ে ঘুরে দাড়াতে বদ্ধপরিকর ফুলো ঝানো দলের ফুটবলাররা। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে। সুপারের প্রথম ম্যাচে কিল্লা মর্ণিং ক্লাবকে পরাজিত করে খেতাবের দৌড়ে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। খেতাবের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে জয় পেতেই হবে কল্পনা দেববর্মা-র দলের। দুদলই মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আগামীকাল ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে শ্রেয়া দেব-রা। এদিন সকালে অনুশীলন শেষে কল্পনা বলেন,'জয় ছাড়া আমরা কিছুই ভাবছি না। আমার মেয়েরা যেভাবে খেলছে তা বজায় থাকলেই পুরো পয়েন্ট নিয়েই আমরা মাঠ ছাড়বো। মেয়েদের বোঝানো হয়েছে ম্যাচটির গুরুত্ব। মেয়েরা আত্মবিশ্বাসী জয় পাওয়া নিয়ে'। এদিকে ফুলো ঝানো দলের কাছে ম্যাচটি 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। ম্যাচ থেকে পয়েন্ট হারালেই খেতাবের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে দল। কোচ সুজিত ঘোষ স্পোর্টস স্কুলকে এগিয়ে রাখলেও দল যে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে তা নিয়ে নিশ্চিত। দিপালী হালাম-কে সামনে রেখেই আক্রমণের ছক কষছেন ফুলো ঝানু দলের কোচ। স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে দল আগামীকাল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলবে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন কোচ। ফুটবলপ্রেমীরাও আগামীকাল ভালো খেলা দেখা নিয়ে আশাবাদী।

লীগ রানার্স নিশ্চিত : আগামী মরশুমে প্রথম ডিভিশনে খেলবে ব্লাডমাউথ ক্লাব

ব্লাড মাউথ: ৪ স্পোর্টস স্কুল: ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ব্লাড মাউথ ক্লাবের প্রত্যাশিত জয়। হারিয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ৪-১ গোলের ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে তালিকার শীর্ষেও উঠে এসেছে। তবে নিশ্চিত যে বিষয়টা হলো, তা হচ্ছে এবারকার বি ডিভিশন ফুটবল আসরে নিজেদের রানার্স খেতাব নিশ্চিত করে নিয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। পাশাপাশি আগামী বছর প্রথম ডিভিশনে খেলারও যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। সাত ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতে জয় এবং একটিতে ড্র রাখার সুবাদে ১৯ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজেয় ভাবে ব্লাড মাউথ ক্লাব পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকলেও চ্যাম্পিয়নের অন্যতম দাবিদার নাইন বুলেটস এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। আগামীকাল লীগের অন্তিম ম্যাচে নাইন বুলেটসের খেলা হবে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে দুর্বলতর দল নবোদয় সংঘের বিরুদ্ধে। নবোদয় সংঘ এ পর্যন্ত ছয় ম্যাচের মধ্যে কোনও খেলায় জয়ের হাতছানি পায়নি। তবে মাঠের খেলা সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। অন্ততপক্ষে ন্যূনতম গোলে জয় পেলেই নাইন বুলেটস চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পাবে। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে ড্র বা পরাজয়ের মতো কোনও অঘটন ঘটে গেলে কার্যত ব্লাড মাউথের সোনায় সোহাগা হবে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বি ডিভিশন লিগ ফুটবলের ২৭ তম খেলায় আজ ব্লাড মাউথ ক্লাব চার-এক গোলের ব্যবধানে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে পরাজিত করেছে প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক-শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার প্রথমার্ধে ১৭ মিনিটের মাথায় একমাত্র গোল অমিত জমাতিয়ার পা থেকে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ৬১ মিনিটের মাথায় স্পোর্টস স্কুলের হয়ে লিয়ান মুইয়া ডার্লং একটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলেও শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারেনি। খেলার শেষ পর্যায়ে পর পর দুই মিনিটে ফিয়াম সানাথৈ ও মনোজিৎ সিং বড়ুয়া পরপর দুটি গোল করে। পরবর্তী মিনিটে ফিয়াম আরও একটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান চার-এক হয়। এদিকে খেলার দুই অর্ধে দুই দলের চারজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারী তাপস দেবনাথ, আদিত্য দেববর্মা, পল্লব চক্রবর্তী ও তপন কুমার দেবনাথ। দিনের খেলা নাইন বুলেটস বনাম নবোদয় সংঘ, বিকেল ৪ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

শান্তিরবাজারে ফুটবল, হ্যাটট্রিক প্রশান্ত-র জয় দিয়ে শুরু ব্ল্যাক প্যান্থার-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো ব্ল্যাক প্যান্থার। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ৪-২ গোলে পরাজিত করলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে। ডি বি সি স্মৃতি নকআউট প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে মঙ্গলবার হয় ম্যাচটি। দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে। শান্তিরবাজার সুব মোর্চার সহযোগিতায়। এদিন ১৬ দলীয় আসরের উদ্বোধন করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। এদিন শুরু থেকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করলেও ম্যাচ যত গড়িয়েছে ততই পিছিয়ে পড়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের ফুটবলাররা। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে দমের অভাব দেখা দেয়। আর ওই সুযোগেই জয় ছিনিয়ে নেয় ব্লেক পান্থার। ম্যাচে বিজয়ী দলের পক্ষে প্রশান্ত নোয়াতিয়া হ্যাটট্রিক করেন। এছাড়া একটি গোল করেন আরিয়ন সাংমা। বিজীত দলের পক্ষে গোল দুটি করেন যথাক্রমে ধর্মিন্দ্র ত্রিপুরা এবং সানি ত্রিপুরা। খেলা পরিচালনা করেন অভিজিৎ দাস। প্রথমার্ধে ২-২ গোলে ম্যাচ অমিমাংশিত ছিলো। আজ বগাফা খেলবে পতিছড়ি দলের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত:আসরের চ্যাম্পিয়মন ও রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পারে ৩৫ এবং ২৫ হাজার টাকা।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ব্লাডমাউথ	৭	৬	১	০	২০-৪	১৯
নাইন বুলেটস	৬	৫	১	০	২৩-৪	১৬
কল্যাণ সমিতি	৭	৫	০	২	১৪-১২	১৫
পুলিশ	৭	৩	১	৩	৮-৯	১০
ভারতরত্ন	৭	২	২	৩	৯-১১	৮
মৌচাক	৭	২	০	৫	১১-১৭	৬
স্পোর্টস স্কুল	৭	১	১	৫	৮-১৮	৪
নবোদয়	৬	০	০	৬	৬-২৪	০

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 2 August 2023, Wednesday আগরতলা ২ আগস্ট, ২০২৩ ইং, ■ ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

পরিষেবা না পেয়ে বেতাগা বিদ্যুৎ দপ্তরে ঘেরাও এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ আগস্ট।। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগা সাহা পাড়ার লোকজেরা দীর্ঘ তিনদিন যাবৎ বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চীত। এইনিয়ে দপ্তরের লোকজনদের জানিয়েকাজের কাজ কিছু নাহোওয়াতে মঙ্গলবার বেতাগা বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস কার্যালয় ঘেরাও করলো এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীরা জানান বেতাগা সাহা পাড়ায় প্রায় ৪৫ পরিবারের লোকজনের বসবাস। দীর্ঘ দুই থেকে তিন বছর যাবৎ এলাকার লোকজনেরা বিদ্যুতের সমস্যায় ভূগছে। দপ্তরে ফোন করলেও অভিযোগ শুনার মতো কর্মারা থাকেননা বলে অভিযোগ। সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা নাথাকার ফলে পানীয় জলের সংকট দেখাদেয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে দপ্তরের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উবরে দেন এলাকাবাসী। উনারা জানান দ্রুততার সহিত সমস্যার সমাধান নাহলে সকলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামলি হবেন। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর সমস্যা সমাধানে বিদ্যুৎ দপ্তর কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের দুটি স্থান থেকে উদ্ধার প্রচুর নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে রাজ্যের দুটি স্থান থেকে প্রচুর পরিমান নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে অমরপুর জেলা থেকে হেরোইন সহ অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমবাসা থেকে শুকনো গাঁজা সহ এক পাচারকারিকে আটক করেছে পুলিশ।

গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকাল ১১ টা নাগাদ গঙ্গানগর থানার অন্তর্গত ১৩ মাইল পূর্ণ জয় পাড়া এলাকায় নাম্বারবিহীন একটি টাটা নেকশন গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ২০৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি গাড়ির চালক আকাশ দাস(১৯)-কে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত যুবকের বাড়ি পি আর বাড়ি থানার অন্তর্গত নাসিরনগর এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আমবাসা এবং গঙ্গানগর থানার যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে বীরগঞ্জ থানা এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়স্থিত শঙ্কর পল্লি এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। সেখানে একটি বাড়ীর সামনে বাপ্পি দেবনাথ ওরফে গৌতমকে আটক করেছে পুলিশ। তার সঙ্গে আরও এক সহযোগী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ হেরোইন এবং তার সঙ্গে ৫০০ এর অধিক কৌটা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পলাতক নেশাকারবারির খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ। মোট ৮.৯ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

খাদ্য গুদামের শ্রমিকদের দাবি আদায়ে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। খাদ্য গুদাম শ্রমিকদের সারা মাসের মজুরি প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের মত ছুটির ব্যবস্থা, ই পি এফ এবং গ্রুপ ইন্সুরেন্সের অন্তর্ভুর্ক্ত করা সহ আট দফা দাবিতে মঙ্গলবার মজদুর মনিটরিং সেলের পক্ষ থেকে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক অধিকার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব নির্মল আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

উপস্থিত সংগঠনের কনভেনার বিপ্লব কর জানান, শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ত্রিপুরা সরকারি খাদ্য গুদামে শ্রমিকদের সারা মাসের মজুরি নিয়মিত প্রদান করার জন্য এদিন অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দাবি জানানো হয়েছে তাদের যাতে ইপিএফ এবং গ্রুপ ইন্সুরেন্সের অন্তর্ভুর্ক্ত করা হয়। তাহলে শ্রমিকরা উপকৃত হবে এবং তাদের শারীরিক বিশ্রামের জন্য সরকারি কর্মচারীদের মতো রবিবার ছুটির ব্যবস্থা করতে দাবি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ গঠনে খেলাধুলা প্রয়োজন : মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ২৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বক্তব্য রেখে বলেন, এটি ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র স্পোর্টস স্কুল। এর মধ্যে রয়েছে খেলাধুলার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা। আগামী দিন এই স্কুলকে পরিকাঠামোর দিকে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। আগামী দিন যাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও খেলোয়াররা প্রতিবছর জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে গিয়ে ত্রিপুরার সুনাম অর্জন করতে পারে তার জন্য সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে খেলোয়াড়দের জন্য স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খেলতে গিয়ে যদি কোন খেলোয়াড় আঘাত পায় তাহলে তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জন্য এই স্বাস্থ্য বীমার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের খেলার মাঠগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, সরকার যে পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো ছেলে মেয়েদের জীবনধারার মান বদলে দেওয়া। খেলাধুলা শুধু মাত্র মন এবং শরীর ভালো রাখার জন্য নয়। ছেলে মেয়েদের ক্যারিয়ার গঠন করার জন্য খেলাধুলার প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করার মন্ত্রী টিংকু রায়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মীনা রাণী সরকার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং অরবিন্দ সংঘের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজধানীর অরবিন্দ সংঘ প্রাঙ্গনে এক বৃক্ষরোপণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কর্পোরেটর অলক রায় এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, এ ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচি যাতে আগামীদিনেও অনুষ্ঠিত করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে তার জন্য আহ্বান জানান মেয়র।'

সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়ামে বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ আগস্ট।। জোলাইবাড়ী বিধানসভাথেকে জয়লাভের পর মন্ত্রীর দায়িত্বপেয়ে নিজ বিধানসভার পাশাপাশি সমগ্র দক্ষিন জেলার উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করেযাচ্ছেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। সকলকে উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আজকের দিনে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার হাত ধরে শান্তির বাজার সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম একাডেমি দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যাবস্থা অরেকধাপ এগিয়েগেলো। মন্ত্রীর হাতধের বিদ্যালয়ে নবনির্মিত গ্রন্থাগার, মর্ডান ক্লাস, নবনির্মিত ভবন ও সাইন্সের ল্যাবের শুভ সূচনা করা হয়। উদ্বোধনের পাশাপাশি ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে উক্তিন্ন ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদানকরাহয়। আজকের এই সমগ্র অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপল গোপাল চন্দ্র মল্লিক, বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান প্রবীর বরন দাস সহ অন্যান্যরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ও বিধায়ক বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেওয়ার পতিশ্রুতি প্রদান করেন। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপলের ভূমিকায় প্রসংশাকরেন। মন্ত্রী জানান উনাদের সময়ে মাটির ঘরে ও ভাঙ্গা বাশবেতের ঘরে পড়াশোনা করতে হতো। বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়ে ছাত্র ছাত্রীরা পাকা ঘরে উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করতে পারছেন। বর্তমান রাজ্যসরকার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে বলে জানান মন্ত্রী। আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ও মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে খোবাই আনন্দিত লোকজনেরা।

আট জেলাতে নেশামুক্তি কেন্দ্র খোলা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। নেশায় আসক্তদের চিকিৎসার জন্য ৮ জেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৮ টি নেশা মুক্তি কেন্দ্র খোলা হবে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য ১ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতাল কমপ্লেক্সের এনআইটি বিল্ডিং-এ মঙ্গলবার আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা বলেন, এবছর বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। কারন পরিকাঠামো না থাকলে বিনিয়োগকারীরা আসতে চাইবে না। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নতুন করে প্রায় ১০০ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। তার জন্য ৩০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

তাঁর দাবি, নেশায় আসক্তদের চিকিৎসার জন্য ৮ জেলায় ৮ টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নেশা মুক্তি কেন্দ্র খোলা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ছোটখাটো অস্ত্রপচারের জন্য মানুষ নার্সিং হোমে চলে যান। সমস্যা হলে তারপর ছুটে যায় সরকারি হাসপাতালে। এই বিষয়ে মানুষকে বুঝাতে হবে, তাঁদের সচেতন করতে হবে।

তিনি বলেন, বহিঃরাজ্যে রোগী রেফারের হার আগের তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। চিকিৎসকদের সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এইদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিষ বসু, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা।

সার্টিফিকেট ও মার্কশীট না পেয়ে বিপাকে ছাত্রছাত্রীরা ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ২০১৯ সালে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা ডি এল এড কোর্স করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর ট্রাইবেল বি এড ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পর কলেজ তাঁদের সার্টিফিকেট প্রদান করছে না। এবিষয়ে তাঁরা কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কোর্স ফি না দেওয়ায় ত্রিপুরার ছাত্র ছাত্রীদের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট আটকে রাখা হয়েছে।

ফলে, তারা সংখ্যালঘু দপ্তরের অধিকর্তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকর্তার সাথে দেখা করতে গেলে তাদের বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যদিও মঙ্গলবার বহু অনুরোধ করে অধিকর্তার সাথে তাঁদের দেখা করার সুযোগ মিলেছে। কিন্তু অধিকর্তা তাঁদের তেমনভাবে আশ্বাস দিতে পারেনি বলে অভিযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের।

তাঁরা জানান, অধিকর্তা বলেছেন সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে অর্থ দপ্তরে ফাইল পাঠানো হবে। অনুমোদন মিললে অর্থ রাশি পাওয়ার পর কলেজ কর্তৃপক্ষকে ফি পাঠানো হবে। এক্ষেত্রে কবে নাগাদ ফাইল পাঠানো হবে তার নিশ্চয়তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রমাণ চেয়েছেন অধিকর্তার কাছে। কিন্তু, অধিকর্তা জানিয়ে দিয়েছেন, ফাইল পাঠানো হয়েছে কিনা পরবর্তী সময়ে এসে আবার খোঁজ নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা আরও অভিযোগ করেন, তাঁদের জীবন থেকে দু বছর নষ্ট করে দিয়েছে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর। ফলে তাঁরা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট জমা দিতে পারবেন না। ২০২১ সাল থেকে তাঁদের এভাবে বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। গত দুই বছর ধরে ডি.এল.এড কোর্স করা মোট ৭৮ জন ছাত্রছাত্রী এভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এদিকে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের জনৈক আধিকারিক জানান, করোনার সময় এই সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ লক ডাউনের সময় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে চলে এসেছিল। তাই হোস্টেলের ভাড়া দেওয়া হয়নি দপ্তরের পক্ষ থেকে। কিন্তু এখন বিষয়টি নজরে এসেছে, তাই তা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অর্থ রাশি মিটিয়ে সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট দ্রুত বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান এই আধিকারিক।

ফের ডুবল মৎস্যজীবীদের ট্রলার, উদ্ধার সকল মৎস্যজীবী

কাকদ্বীপ, ১ আগস্ট (হি. স.) : বঙ্গোপসাগরে ইলিশের খোঁজে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে ডুবলো মৎস্যজীবীদের ট্রলার। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা পাওয়ার পর সোমবার গভীর রাতে কাকদ্বীপের ঘাটে ফিরছিল এফ বি প্রসেনজিত নামের ট্রলারটি। সেইসময় পাথরপ্রতিমার সীতারামপুর থেকে আরও ২৫ কিলোমিটার গভীরে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের জেরে উল্টে যায় ট্রলারটি। ট্রলারে ১৭ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। ডুবন্ত টলার থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার করতে থাকে মৎস্যজীবীরা। সেই সময় পাশের একটি ট্রলার ওই ১৭ জনকেই উদ্ধার করে। উদ্ধার মৎস্যজীবীদের কাকদ্বীপে নিয়ে আসা হয়েছে।অন্যদিকে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি উদ্ধারের জন্য আরও ট্রলার পাঠানো হলে মঙ্গলবার বিকেলে সেটিকে উদ্ধার করে উপকুলে নিয়ে আসা হয়েছে। গত ৫ দিন আগে কাকদ্বীপ ঘাট থেকে ইলিশ ধরার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল এই ট্রলারটি। কয়েকদিন ইলিশ ধরার পর আবহাওয়ার সতর্কবার্তা পেয়ে ঘাটে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৎস্যজীবী সংগঠনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, " মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়া খারাপ হবে সেই কারনে সমস্ত ট্রলারদেরকেই গভীর সমুদ্র থেকে উপকুলে ফিরে আসতে বলা হয়েছিল, এফ বি প্রসেনজিৎ ট্রলারটিও ফিরে আসছিল। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।"

ব্রিজে গাড়ি আটকে বিপাকে চালক

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ আগস্ট।। এলাকার জন সাধারণের বারণ করা সত্ত্বেও সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি নেওয়ার সময় সেতুর উপর আটকে পড়ে গাড়ি। দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা চেষ্টা করার পর সোনামুড়া পুলিশের সহযোগিতা সেই সেতু থেকে অবশেষে সে বুলেড়ো গাড়িটিকে টেনে হিচরে টিপার দিয়ে সেতু থেকে উদ্ধার করে গাড়িটিকে উন্মুক্ত করা হয় ।কিন্তু সেতুটির দুদিকে থাকা সেতুর পিলার গুলির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সোনামুড়া থানারবটতলী গরুরবান্দ যাওয়ার জন্য গোমতী নদীর উপর পাকা সেতুটিকে নিয়ে ।যদিও সেতুটি পাকা সেতু তবে এই সেতু দিয়ে দুই চাকার বাইক তিন চাকার যানবাহন যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত হলেও কিন্তু চার চাকার গাড়ি এ সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য কোন অনুমতি নেই। রাঙ্গামাটি টিআর৭এ১৫১০ বুলেরো গাড়ির মালিক। সূত্রে খবর চালক নেশাগ্রস্ত ছিল। গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে খালি ছিল। গাড়িটি গরুরবান্দ সেতু পার হওয়ার সময় তখন সেতুর সংলগ্ন থাকা লোকজন ড্রাইভারকে বারবার নিষেধ করেছিল ।কিন্তু ড্রাইভার কারো কথা শুনিনি ।যার ফলে গোমতী নদীর উপর বটতলী সেতুটি দীর্ঘ ৫ ঘন্টার উপরে বন্ধ ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। তারপরেও স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী স্কুল শেষে এবং কোন এক মহিলা বাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিজের সঙ্গে যে পিলারগুলি ছিল অনেক টা ঝুঁকি নিয়ে পিলারগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে গাড়ির অবস্থান থেকে পার হয়। শেষ পর্যন্ত রাত্র আটটার সময় একটি টিফার গাড়ি বোলারো গাড়িটিকে দড়ি লাগিয়ে টেনে হিচড়ে সেতু থেকে পার করে নিয়ে আসা হয় গাড়িটিকে। কিন্তু এই অবস্থার ফলে সেতুর দুই দিকে থাকা সেতুর উপরে সাপোর্ট থাকা পিলারগুলি অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মহারাষ্ট্রের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পশ্চিমবঙ্গের ২ শ্রমিক

ধূপগুড়ির ১ আগস্ট (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের থানে-তে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ব্যবহৃত গার্ডার মেশিন ভেঙে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের দুই শ্রমিক। মঙ্গলবার ভোর রাতে নির্মাণস্থলে কর্মীদের ওপর ভেঙে পড়ে গার্ডার মেশিন, নীচে চাপা পড়ে অন্তত ১৭ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এরা হলেন জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির ঝাড়আলতা গ্রামের পশ্চিম ডাউকিমারী এলাকার গণেশ রায় (৪৩)এবং অপরজন উত্তর কাঠুলিয়া এলাকার প্রদীপ রায় (৩৪)।মৃত গণেশ রায়ের পরিবারের তফে জানা গিয়েছে, একটি নির্মাণ সংস্থার হয়ে কাজ করতে ছ'মাস আগেই ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিদিনের মতো গতকালও কাজ চলছিল। গভীর রাতে দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুই পরিবারই শোকে মুহ্যমান ।প্রশাসন সূত্রের খবর, থানে-র সাহাপুর এলাকায় সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মাণের কাজ চলছিল। মঙ্গলবার ভোররাতে সেখানেই কাজ করছিলেন এক দল কর্মী। আচমকা উপর থেকে তাঁদের মাথায় গার্ডার মেশিন ভেঙে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে কাজ চলাকালীন রাতে কর্মীরা একটি বিশেষ ধরনের ক্রেন মেশিন চালাচ্ছিলেন। এই ক্রেনের নাম 'গার্ডার লঞ্চিং মেশিন'। এই ক্রেন সাধারণত রেল সেতু, সড়ক নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় বহুতলের নীচে ভিত গঠনেও কাজে লাগে এই যন্ত্র। বিশাল আকৃতির ইস্পাতখণ্ড এক দিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া এই যন্ত্রের কাজ। সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ ভোর রাতে শুরু করেছিলেন কর্মীরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং দমকল। জোরকদমে তারা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের একটি কোম্পানি সেখানে কাজ করছিল। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্কুলের সামনে লরি দাঁড়ানো নিয়ে পড়ুয়াদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। স্কুলের সামনে সারিবদ্ধভাবে পণ্যবাহী লরি দাঁড় করিয়ে পণ্য উঠা-নামা করার ঘটনায় সমস্যার সম্মুখীন ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদী হয়েছে। তারা স্কুলের সামনেই পথ অবরোধ করেছে। মঙ্গলবার সকালে আগরতলায় সখীচরণ স্কুলের সামনে ওই ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ এলাকায় উত্তেজনা ছিল। খবর পেয়ে ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক ছুটে এসে আগামীকাল থেকে স্কুলের সামনে পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়াতে দেওয়া হবে না আশ্বাসের ভিত্তিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলা শহরের সখীচরণ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে পণ্য পরিবহণের গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে মাল উঠানামা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। টানা দেড় বছর ধরে এ ধরনের কর্মকাণ্ড চলেছে। মঙ্গলবার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বহুদিন ধরে সখীচরন স্কুলের মূল ফটকের সামনে পণ্য পরিবহণের গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে মাল উঠানামা করানো হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার স্কুলের সামনে রাস্তা অবরোধ করেছে ছাত্র ছাত্রীরা। খবর পেয়ে অবরোধ স্থলে ছুটে গেছেন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, আগামীকাল থেকে কোন গাড়ি স্কুলের সামনে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। কড়া নজরদারি থাকবে ট্রাফিক পুলিশের। সেই আশ্বাস পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। তবে, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছে তারা। তাদের অভিযোগ, এতদিন ধরে এসব ঘটনা ঘটে চললেও ট্রাফিক পুলিশ সব কিছু জেনে শুনেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলছিল। ট্রাফিক পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই বাধ্য হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধে শামিল হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় অভিভাবকদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।